বিক্ষোভকারীদের দখলে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন
সারে-জমিন

পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন মৎস্যজীবিরা
রূপসী বাংলা

গাজা নিয়ে বিক্ষোভে কেন অভিজাত শিক্ষার্থীরা
সম্পাদকীয়

বর্ধমান মেঘনাথ সাহা প্ল্যানেটেরিয়াম আট মাস বন্ধ
সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৭ মে, ২০২৪
৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
৮ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

কুয়েতের বিপক্ষে খেলেই ভারতের জার্সি তুলে রাখবেন সুনীল
খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 133 ■ Daily APONZONE ■ 17 May 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কোভ্যাক্সিন গ্রহিতাদের একাংশ শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের চাঞ্চল্যকর সমীক্ষা

আপনজন ডেস্ক: বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের দ্বারা পরিচালিত এক বছরের ফলোআপ স্টাডিতে দেখা গেছে, ভারত বায়োটেকের অ্যান্টি-কোভিড ভ্যাকসিন কোভ্যাক্সিন গ্রহণকারীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়েছেন। একবছর পর তাদের একাংশ শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন।
গবেষণায় ৯২৬ জন অধ্যয়ন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ ফলো-আপ পিরিয়ডে সংক্রমণের অভিযোগ করেছিলেন, ভাইরাল জ্বরের সঙ্গে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিবিভি ১৫২ ভ্যাকসিনের দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষার দিকে নজর দেওয়া এই গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, স্ট্রোক এবং গিলেন-ব্যারে সিনড্রোম সহ গুরুতর এইএসআই এক শতাংশ ব্যক্তির মধ্যে রিপোর্ট করেছে।
ব্রিটেনের ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট অ্যাস্ট্রাজেনেকা আদালতে স্বীকার করেছিল, তাদের কোভিড ভ্যাকসিন রক্ত জমাট বাঁধা এবং প্লেটলেট গণনা হ্রাসের বিরল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। প্রায় এক তৃতীয়াংশ ব্যক্তি এইএসআই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত পরিচালিত এই গবেষণায় বলা হয়েছে, ভ্যাকসিন গ্রহণের পরে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নতুন ত্বক এবং সাবকুটেনিয়াস ডিসঅর্ডার, সাধারণ ব্যাধি এবং স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাধি তিনটি সবচেয়ে সাধারণ ব্যাধি ছিল।
গবেষণায় ৬৩৫ কিশোর এবং ২৯১ প্রাপ্তবয়স্কদের জড়িত, যারা বিবিভি ১৫২ জন ভ্যাকসিন পেয়েছিলেন। নতুন ত্বক ও চামড়ার চামড়ার ব্যাধি (১০.৫%), সাধারণ ব্যাধি (১০.২%) এবং স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাধি (৪.৭%) কিশোর-কিশোরীদের সাধারণ প্রবণতা ছিল।

জোটকেই সমর্থন, ফের স্পষ্ট করলেন মমতা

আনোয়ার হোসেন ● হলদিয়া

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তাঁর দল এখনও বিরোধী দলের ইন্ডিয়া ব্লকের অংশ। কেন্দ্রে সরকার গঠনে তাঁর দল বাইরে থেকে ইন্ডিয়া ব্লককে সমর্থন করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
তৃণমূল কংগ্রেস দিল্লিতে ইন্ডিয়া ব্লকের অংশ বলে মন্তব্য করলেও বাংলায় কংগ্রেস, সিপিএম ও তাঁর দলের মধ্যে যে কোনও জোট নেই তা স্পষ্ট করে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
হলদিয়ায় এক নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপির তহবিলে কংগ্রেস ও সিপিএমের ভোট ভাগাভাগির চেষ্টা প্রতিহত করতে হবে। এখানে তাদের ভোট দেবেন না। আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি, বাংলায় জোট নেই, কিন্তু আমরা দিল্লিতে জোট করছি।
মমতা আরও বলেন, আমি ইন্ডিয়া জোটের প্রতিষ্ঠা করেছি এবং সমর্থন অব্যাহত রাখব। এ নিয়ে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকা উচিত নয়। আমরা তাই থাকব।
একই সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসনের ফলাফলের জন্য বিজেপির সমালোচনা করেন। তার বিশ্বাস তিনি অন্যায়ভাবে পরাজিত হয়েছেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জিতলেও নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেরে গিয়েছিলেন। যেখানে তার প্রাক্তন সহযোগী থেকে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে অল্প ব্যবধানে পরাজিত হন।
মমতা অভিযোগ করেন, ভোটের দিন তারা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের আয়োজন করায় ফলাফলে পরিবর্তন আসে। আমি এই অন্যায়ের বিচার চাইব, কাল হোক বা ভবিষ্যতে। বিজেপি চিরকাল থাকবে না, সিবিআই বা ইডির মতো সংস্থাও থাকবে না। আমার মামলা এখনও আদালতে বিচারাধীন, আমি ন্যায়বিচার চাইব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এটা নন্দীগ্রামের মানুষের রায় নয়।
তবে, ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন নিয়ে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে বলেছেন, তিনি ইতিমধ্যেই জোট ছেড়েছেন। আমি তাকে বিশ্বাস করি না। জোট ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি। জাতীয় রাজনীতিতে টিকে থাকতে তিনি ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থনের কথা বলছেন। কংগ্রেস ৪০টির বেশি আসন পাবে না বলেছিলেন মমতা। তার কথায় ইঙ্গিত মিলছে জোট ক্ষমতায় আসছে। অন্যদিকে, সিপিআইএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বৃহস্পতিবার বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী জোটকে 'বাইরের সমর্থন' দেবেন বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এবং পরস্পরবিরোধী।

বজ্রপাতে মালদা জেলায় ১১ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর
দেবাশীষ পাল ● মালদা

মৃত্যুর খবর পেতেই পরিবারজুড়ে আহাজারি।

আপনজন: বর্ষা শুরুর আগেই বৃহস্পতিবার বজ্রপাতে মালদা জেলাজুড়ে ১১ জনের মৃত্যু হল। এদিন দুপুরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত ও বৃষ্টি শুরু হয় জেলাজুড়ে। সেই সময় কেউ জমিতে কাজ করছিলেন। কেউ আবার বাগানে আম কুড়োতে গিয়েছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রথমে বজ্রপাতের জেরে বিভিন্ন এলাকায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়।ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে মৃতের সংখ্যা। দুপুরে আচমকা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি মালদহে। পুরাতন মালদহের সাহাপুরে একইসঙ্গে তিন জনের মৃত্যু। আম বাগানে আম কুড়ানো ও পাহাড়ার কাজ করার সময় বাজ পড়ে মৃত্যু। মৃত চন্দন সাহানি (৪০) রাজ মৃধা (১৬) ও মনোজিৎ মন্ডল (২১।
অন্যদিকে গাজোলের আদিনাতে আম বাগানে বজ্রপাতে মৃত একাদশ শ্রেণির ছাত্র অসিত সাহা (১৯)। ঝড়ের সময় আমবাগানে আম কুড়াতে গিয়ে বিপত্তি। আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারে। ইংরেজবাজারের শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের যুবক পঙ্কজ মণ্ডল (২৮) ও সুইতারা বিবি (৩৯) নামে এক মহিলার মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়েছে। এর পাশাপাশি মানিকচকের অতুল মণ্ডল, নয়ন মণ্ডল এবং শেখ সাবরুলেরও প্রাণ গিয়েছে। ১১ বছরের শেখ সাবরুল চৌকি মিরদাদপুর অঞ্চলের নিহালুটোলার আম বাগানে আম কুড়োতে গিয়েছিল। সেখানে মারা যায় সে। মৃত্যু হয়েছে রতুয়ার বাসিন্দা মিত্রা মণ্ডলের। অপরদিকে হরিশ্চন্দ্রপুরের নব দম্পতি নয়ন রায় এবং প্রিয়াংকা সিংহ রায়েরও প্রাণ গিয়েছে ব্রজপাতে।মাত্র দু'মাস আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল। নয়নের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরেরই দৌলা এলাকায়। শ্বশুরবাড়ি কুর্সাডাঙ্গীতে একটি জমি লিজ নিয়েছিলেন নয়ন। শ্বশুরবাড়ি এসে সেই জমিতে পাট নিড়ানোর জন্য যান। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা, শ্বাশুড়ি চন্দনা সিংহ,শ্যালিকা মঞ্জো সিংহ।নয়ন ও প্রিয়াঙ্কা পাশাপাশি ছিলেন। ওই সময় বাজ পড়লে ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। শ্বাশুড়ি ও শ্যালিকা আহত হলেও তারা প্রাণে বেঁচে যান। আহতদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। পুলিশ মাঠ থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।
নিহতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছে স্থানীয় প্রশাসন। এই ঘটনায় এক্স হ্যান্ডেলে শোকবার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল লেখেন, নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনার কথা। একইসঙ্গে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন তিনি। জেলা প্রশাসন সর্বোতভাবে পাশে আছে বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রথম নজর

নবগ্রামে গরু চরাতে গিয়ে বাজ পড়ে মৃত্যু

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: গরু চরাতে গিয়ে ফেরা হল না বাড়ি। মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির, আহত আরো তিনজন। মৃত ব্যক্তির নাম শ্রীমান্ত ঘোষ বাড়ি নবগ্রামের পাঁচ গ্রামের ঘোষপাড়া এলাকায়।
জানা যায় পাঁচগ্রামের ঘোষপাড়ার চারজন ব্যক্তি প্রত্যেক দিনের মতো বৃহস্পতিবার গরু মোষ চড়াতে যায় বিলবসিয়া মাঠে। বাড়ি ফেরার সময়ে বৈকালের আচমকা ঝড় বৃষ্টির মুখে পরে এই চারজন ব্যক্তি। পথিমধ্যেই হঠাৎ আলোর ঝটকা ও বিকট শব্দে চারজন ব্যক্তি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরবর্তীতে তিন জন ব্যক্তির জ্ঞান ফিরে এলেও শ্রীমান্ত ঘোষের জ্ঞান ফিরে না আসায় বাড়িতে ফোন করে জানায়।
তড়িঘড়ি গ্রামের লোকজনেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে চারজনকে নিয়ে আসে পাঁচগ্রাম সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। অজ্ঞান থাকা শ্রীমান্ত ঘোষ কে কর্মরত চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে।
খবর পেয়ে পৌঁছায় নবগ্রাম থানার পুলিশ। এদিকে আচমকা ঝড়বৃষ্টিতে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার সহ এলাকা জুড়ে।

বিরোধী দল করায় পানীয় জল নিতে বাধা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ইলামবাজারে মুর্গাবনি গ্রামে জল না দেওয়ার অভিযোগ। লোকসভা নির্বাচন শেষ হতে না হতে শুরু হয়েছে শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ।
ইলামবাজারের মুর্গাবনি গ্রামে ভোটের দিন থেকেই বিরোধী দল করার অপরাধে ত্রিশটি পরিবারকে পানীয় জল নিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই পরিবার গুলি বিরোধী দল করে। সেই কারণেই তাদের জল নিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ এলাকার তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ রবি মুর্মুর নেতৃত্বে এলাকায় তাণ্ডব চালানো হচ্ছে। অভিযোগ সকাল থেকে পানীয় জলের জায়গাগুলিতে বসে থাকতে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। এমনকি এলাকার পুকুর গুলিতেও পাহারা দিচ্ছে তারা। পাঁচ দিন ধরে তীব্র জলকষ্ঠে ভুগছে এই এলাকার বিজেপি সমর্থকদের পরিবারগুলি। তাই বৃহস্পতিবার তারা গ্রামে তাদের উপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করেছেন।

পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন মৎস্যজীবিরা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবন নদী মাতৃক। নোনা জলেই এখানকার মানুষের সব কাজ সারতে হয়।এই তীব্র গরমে গত ৩-৪ মাস ধরে পানীয় জলের সংকটে সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার দেউলবাড়ি দেবীপুর পঞ্চায়েতের তিন নং নাইয়া পাড়ার কয়েকশো গ্রামের মানুষ।এই এলাকার তিনটি পানীয় জলের কল সহ গোটা পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ৪২ টি পানীয় জলের কল খারাপ। চরম জলের সংকটে সুন্দরবনের এই এলাকার মানুষ।সুন্দরবনে পানীয় জলের সংকট সর্বত্র। আর ভোটের মুখে ভোট চাইতে বেরিয়ে একাধিক জায়গায় শাসকদলের কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকেও ভোটারদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে দেখা যাচ্ছে।দেউলবাড়ির তিন নং নাইয়া পাড়ার ২০১ নং বুথে মূলত বহু মৎস্যজীবিদের বাস। সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের মানুষের এখন ভরসা ২ কিমি দূর থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা।স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনো কাজ না হওয়ার অভিযোগ উঠে এলো গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আমাদের এখানে প্রতিবছর পানীয় জলের সংকট হয়।কল খারাপ হয়ে গেলে আর মেরামত করা হয় না।স্থানীয় সদস্য থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনো কাজ হয়না।আমরা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মৎস্যজীবি বলে জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনের কারুর নজর নেই। আমরা চাই এই এলাকায় দ্রত কল গুলোর সংস্কার ও নতুন পানীয়জলের কল বসানোর ব্যবস্থা করা হোক।এ ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এর স্বামী রমেন নস্কর বলেন,এই কল গুলো আর সংস্কার করা যাবে না।আর এলাকার মানুষের বারংবার বলার পরেও কেন পানীয় জলের কল মেরামত হবে না, বিকল্প কি ব্যবস্থা হবে সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য সদস্যর স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। এমনকি গত মঙ্গলবার এই এলাকায় জঙ্গল পুজোতে শুধুমাত্র পানীয় জলের সংকটে বহু মানুষ পুজোর ভোগ খেতে পারল না। তবে সদস্য এর স্বামীর কথার সাথে পঞ্চায়েত প্রধানের কথার মিল পাওয়া গেল না। সদস্য এর স্বামী যেখানে পানীয় জলের কল মেরামত হবে না বলছে সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান সাইফুল্লা সেখ বলেন, আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ৪২ টি পানীয় জলের কল বর্তমানে খারাপ। মেরামতের কাজ চলছে। দ্রুত ওই এলাকার কলগুলো সংস্কার করে দেওয়া হবে।

কুড়ি বছর পর বাড়িতেই ভোট বৃদ্ধা প্রিয় বালার

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: চুঁচুড়ার কপিডাঙ্গার বাসিন্দা প্রিয়বালা কুন্ডু নাতি ও বৌমাকে নিয়ে বসবাস করেন। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ভোট দিতে পারেননি। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বয়স্কদের বাড়িতে গিয়ে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে। এ বছর ৮৫ উর্ধ্ব মানুষদেরকে বাড়িতে গিয়েই ভোট নেওয়া ব্যবস্থা করেছেন নির্বাচন কমিশন। প্রিয় বালা কুন্ডুর নাতি সঞ্জয় কুন্ডু জানান দীর্ঘদিন ধরেই ঠাকুমার ভোট দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করেছি কিন্তু কোনভাবেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এবছর তা সম্ভব হলো। বৃহস্পতিবার সকালে ভোট কর্মীরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয় বালা কুন্ডুর বাড়িতে পৌঁছে যান। সেখানে গিয়ে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ১০১ বছর বয়সি প্রিয় বালা কুন্ডু ভোট দিলেন বাড়িতে বসেই। এতদিন পর ভোট দিতে পেরে খুশি প্রিয় বালা কুন্ডু।
প্রিয় বালা কুন্ডুর বৌমা হরিদাসী কুন্ডু জানান দীর্ঘদিন ধরেই শাশুড়ি মা ভোট দেবেন বলে জানাচ্ছিলেন কিন্তু কোনভাবেই কাউকে জানিয়ে সুরাহা হয়নি। পাশাপাশি তিনি এও বলেন এখনও পর্যন্ত শাশুড়ি মা রেশন ও বার্ধক্য ভাতা কিছুই পাই না। এ বিষয়ে চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন এটা খুব খুশির খবর এই বয়সে তিনি ভোট দিলেন। বার্ধক্য ভাতা ও রেশন না পাওয়া প্রসঙ্গে বলেন ৪ তারিখের পর আমি বিষয়টা নিয়ে খোঁজ নিচ্ছি কেন তিনি এইসব পাচ্ছেন না।

হলদিয়ায় দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেত্রীর হুংকার, নন্দীগ্রামে ভোটে হারের বদলা নেবই

আনোয়ার হোসেন ● হলদিয়া

আপনজন: তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের সমর্থনে হলদিয়া এইচ এফ সি মাঠে নির্বাচনী প্রচারে আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,তৃণমূল নেত্রীর নিশানায় প্রথম থেকেই ছিল অধিকারী পরিবার। মমতা বলেন,চিরকাল ইডি-সিবিআই-ইনকাম ট্যাক্স কোলে রেখে দেবে না। একদিন না একদিন উপযুক্ত জায়গায় পড়বেন। যাঁরা করেছেন, তাঁদের বলছি,ঈশ্বর থাকলে বুঝতে পারবেন।
সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনাদের যা খাওয়ায়, তাই খান আপনারা। এর পর থেকে সুর সপ্তমে চড়ে আর বদল নয়,সরাসরি বদলার কথা শোনা গেল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গলায়। হলদিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়েই তৃণমূল নেত্রীর হুংকার নন্দীগ্রামে বিধানসভা ভোটে হারের বদলা তিনি নেবেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হটসিট হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছিল নন্দীগ্রাম। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং আর প্রতিপক্ষ বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। নির্বাচনে লোডসেডিং করে ভোট গণনায় কারচুপি করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ মমতার। যা নিয়ে

কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। 'বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলে গায়ের জোরে জেলাশাসক বদলেছিল,পুলিশ সুপার বদলে ছিল। আইসি বদলেছিল। আর ভোট হয়ে যাওয়ার পরে লোডশেডিং করে দিয়ে রেজাল্ট পাল্টে দিয়েছিল। আমি আজ না হয় কাল এর বদলা নেবই। কী ভাবে নেব,কেমন করে নেব,সেটা আগামী দিনে পথ দেখাবে। ' নন্দীগ্রামে যে ফলাফল হয়েছিল তা নন্দীগ্রামের মানুষের রায় ছিল না বলেও দাবি করেন মমতা,এদিন নির্বাচনী প্রচারে নন্দীগ্রামের স্মৃতি উস্কে দেন মমতা। তিনি নন্দিগ্রামকাণ্ডের জন্য নাম না করে নিশানা করেন শিরির অধিকারী ও শুভেন্দু অধিকারীকে তিনি বলেন, 'নন্দীগ্রাম লড়াইয়ের সময় বাপব্যাটা কোথায় ছিলেন? ১৫ দিন বাড়ি থেকে ভয়ে বের হয়নি। আমি এখনও চ্যালেঞ্জ করে বলেছি সিপিএমএর সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে আপনারা নন্দীগ্রাম গণহত্যা ঘটিয়েছিলেন। একদিন না একদিন তা প্রমাণ হবে। তৃণমূল কংগ্রেস যখন তৈরি করেন তখনও শিশির অধিকারীরা তৃণমূলের অংশ ছিল না। ওরা তখন কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনী লড়াই করতেন। সেই সময় নন্দীগ্রামের প্রার্থী ছিল অখিল গিরি। কাঁথির রাজনীতিতে অধিকারীরা বরাবরই ফ্যাক্টর। অখিল গিরির সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর একটা দূরত্ব বরাবরই ছিল। প্রচারে মমতা বিজেপির বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগও করেছেন। হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা হয়েছিলেন ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। মামলা গড়িয়েছিল সুপ্রিমকোর্টে। হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। চাকরিহারাদের তালিকায় মেদিনীপুরের সংখ্যাটা বেশ বেশি এবং তাঁরা মুখ খুললে কে বা কারা বিপদে পড়তে পারেন,বৃহস্পতিবার সেই সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করতে শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে এদিন হলদিয়ার সভা থেকে মমতা বলেন,'পূর্ব মেদিনীপুরে কিন্তু সংখ্যাটা বেশি। এই ২৬ হাজার ছেলেমেয়ে মুখ খুলছে না,পাছে সত্যিটা বেরিয়ে পড়ে। কার কাছ থেকে কে কত নিয়েছেন,তাঁরা যদি একবার বলে দেন!"
এরপরই সরাসরি চাকরিহারাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা,"কিচ্ছু না চুপচাপ আমাকে বলে দেবেন,আমি আপনাদের কারও ক্ষতি করতে দেব নাআপনাদের জেলায় চাকরিখেকো বাঘ রয়েছে। 'সরাসরি কারও নাম করেননি। তবে এর আগেই 'গদ্দার' সম্বোধন করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, যখন শিক্ষকদের চাকরি গেল, তার আগেই বাবুমশাই বললেন, বোমা ফাটাব।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আইএসএফ কর্মীদের মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: আইএসএফের দলীয় পতাকা টাঙানো কে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত শাসনের বকুণ্ডা গ্রাম আইএসএফ কর্মীদেরকে লাঠি সোঠা নিয়ে মারধর আহত তিন থেকে চারজন আইএসএফ কর্মী মারধরের ঘটনা অস্বীকার তৃণমূল কংগ্রেসের।
শাসন থানার বকুন্ডা সহ একাধিক এলাকায় আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকীর স্ট্রিট কর্নার হওয়ার কথা ছিল। তা নিয়ে আই এস এফ বিভিন্ন জায়গায় দলীয় ঝান্ডা টাঙ্গাচ্ছিল সেই সময় তৃণমূল লোকজন আইএসএস কর্মীদেরকে লাঠি সোটা নিয়ে বেধড়ক মারধর করে। এই ঘটনায় তিন থেকে চারজন আইএসএফ কর্মী আহত বলে অভিযোগ।
আইএসএফের প্রচারের গাড়িতেও হামলা করে বলে অভিযোগ।
মারধরের ঘটনা অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বড়রা গ্রামে বাসি খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ শিশু, মহিলা সহ শতাধিক মানুষ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাশোল ব্লকের কাঁকড়তলা থানার অন্তর্গত বড়রা রেললাইন সংলগ্ন বাগ্দীপাড়ায় বাসি খিচুড়ি খেয়ে মহিলা শিশু সহ শতাধিক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো নাগাদ নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩৫ জন। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার রাত্রে একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রামে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়েছিল। সকলের খাওয়ার পরেও অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল কিছুটা খিচুড়ি। গ্রামবাসীদের দাবি, পরের দিন সকালে সেই খিচুড়িই খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন শিশু মহিলা সহ শতাধিক মানুষজন। সকলের মধ্যে বমি,পাতলা পায়খানা,পেটব্যাথার উপসর্গ দেখা দেয়। তড়িঘড়ি সাতটি চার চাকা গাড়ি করে গুরতর অসুস্থদের নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।বাকীদেরকেও স্থানীয় মন্দির চত্বরে এনে রাখা হয় অস্থায়ী মেডিকেল শিবির হিসেবে।ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র হাসপাতালে ভর্তিরত অসুস্থদের চিকিৎসা করার সাথে সাথে মেডিকেল দল নিয়ে বড়রা শিবিরের মধ্যে হাজির হন নাকড়াকোন্দা বিএমওএইচ ডাক্তার সব্যসাচী রায় সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও

স্বাস্থ্যকর্মীগন।সেখানেই চিকিৎসা শুরু করেন এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র দেওয়া হয়। অসুস্থদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩৫ জনকে নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়েছে।এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ডেপুটি সিএম ও এইচ-১ ও সিএম ও এইচ-২ ,ডিপিএইচ এন সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীগণ নাকড়াকোন্দা হাসপাতালে আসেন এবং অসুস্থ ব্যাক্তিদের সাথে কথা বলেন।
সেইসাথে উপস্থিত ছিলেন খয়রাসোল যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, লোকপুর থানার ওসি, খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্য কাঞ্চন দে প্রমুখ। জানা যায় যে, জেলার মেডিকেল টিমটি নাকড়াকোন্দা হাসপাতাল থেকে বড়রা শিবিরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। জানা যায় সেখানেও কাঁকরতলা থানার পুলিশ সহ তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক নেতৃত্ব সেখ জয়নাল, কেনিজ রাশেদ সহ অন্যরা সকলেই মিলে শিবিরের তদারকি করতে থাকেন এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সহ ব্লক ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে নিয়মিত সংযোগ স্থাপন করেন। রাতের দিকে ঝুঁকি না নেওয়ার জন্য খিচুড়ি খাওয়া সমস্ত ব্যাক্তিকে চিকিৎসা করানো হবে শিবিরে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. হিমাদ্রি আড়ি জানান জেলা থেকে মেডিকেল টিম পৌঁছে গেছেন। ঔষধপত্র দেওয়া হয়েছে। অসুবিধা হলে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হবে। তাছাড়া জেলা সদর হাসপাতালে ও সমস্তরকম ব্যাবস্থা রয়েছে। সবসময় নজরদারি করা হচ্ছে।

পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালা তৈরি হল ভাঙড় কলেজে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন:পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালা তৈরি হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ে। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় সংগ্রহশালাটির।
এদিনর অনুষ্ঠান টি হয় ইতিহাস বিভাগের কক্ষে। প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস বিভাগ পরিচালনা করবে সংগ্রহশালা টি। তত্ত্বাবধায়কের দ্বায়িত্ব সামলাবেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রুমানা সরকার।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিউ আলিপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর জয়দ্বীপ সারাঙ্গি, কে কে দাস কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর রামকৃষ্ণ প্রসাদ চক্রবর্তী, নবগ্রাম হিরালাল পাল কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীকান্ত সামন্ত। ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ বীরবিক্রম রায়, ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সোমনাথ মন্ডল, বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নিরুপম আচার্য প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষার্থীরা।

ইন্তেকাল মাওলানা আলি আকবর কাসেমির

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের যুগদিয়া হান্নানিয়া মাদ্রাসার হেড মোদারিস ও মক্তব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান যুগদিয়া নিবাসী বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আলি আকবর কাশেমী ইন্তেকাল (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) করলেন। বার্ধক্যজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা নাগাদ নিজ গৃহে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। মাওলানা আকবার সাহেব ছিলেন যুগদিয়া হাই মাদ্রাসার আরবি বিষয়ের শিক্ষক। ২০০০ সালে তিনি অবসরগ্রহণ করেন। মাওলানা ডিগ্রি অর্জন করেন উত্তরপ্রদেশে দারুল উলুম থেকে। মরহুম মাওলানা মসিহুর রহমান, মরহুম আলি আকবর, মরহুম মুফতি রবিউল মণ্ডল, মরহুম মাওলানা রফিকুল্লা কাসেমি মরহুম হাফেজ আব্দুল হান্নান ও মুফতি লিয়াকত আলি প্রমুখ আলেমদের হাত ধরে হান্নানিয়া মাদ্রাসাকে দ্বীনি শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে গড়ে উঠেছে। মাদ্রাসার সূরা কমিটির অন্যতম সদস্য আকবর সাহেবের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। এলাকার শিশুরা সকালে মাদ্রাসার মক্তব বিভাগে চলে আসত তাঁরই অধীনে থাকা মক্তব বিভাগে। সেখানে দেওয়া হয় তালিমের পাশাপাশি ইসলাম ও আরবি ভাষা চর্চার প্রাথমিক শিক্ষা। সবল অবস্থা পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন আকবর সাহেব। ইসলামের প্রতি ভালোবাসার আলো ছড়িয়ে দিতেন শিশুমনে। হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও বিনয়ীভাব মানুষকে তাঁর কাছে নিয়ে আসত। মরহুমের নামাজ এ জানাজায় অংশ নেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুদ্দিন মল্লিক ,মাওলানা আব্দুল হামিদ কাশেমী, মুফতি আজম হোসেন, মুফতি লিয়াকত আলি, মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমী, মুফতি আবদুল কাদের প্রমুখ অসংখ্য মানুষ।

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কারণে মালদায় আমের ফলনে ব্যাপক ঘাটতি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আবহাওয়ার খাম খেয়ালীপনা কারণে মালদায় আমের উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি হতে পারে এইবার। কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টির অভাব রয়েছে জেলায় । গরমের প্রচন্ড দাবদহ চলছে মাথায় হাত মালদহে আম চাষিদের। আমের মৌসুমের শুরুতেই ফলনে ব্যাপক মার খাওয়ার সম্ভাবনা। এই বছর হয়তো লাগাম ছাড়া বৃদ্ধি হবে আমের দাম। প্রচন্ড গরমে দাবুদাহে তীব্র রোদে আমের বোটা শুকিয়ে ঝরে পড়ছে। আম কৃষকরা চেষ্টা করছেন বাগানে জল স্প্রে করে আমকে টিকিয়ে রাখা। কিন্তু প্রচণ্ড রোদের তাপে তা প্রায় ব্যর্থ। পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি পাচ্ছে না। এই বছর এমনিতেই মালদহে একটু দেরিতে আমের মুকুল এসেছিল তার উপর গত কিছুদিন ধরে তীব্র গরমের জন্য আমের সঠিক বৃদ্ধি হচ্ছে না। মালদা জেলা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যান পালন দপ্তর সূত্রে জানা যায় মালদা জেলায় ৩১ হাজার ৭০০ হেক্টর জমি জুড়ে আম ফলন হয়।গত বছর ৩ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদন জেলায় হয়েছিল। তবে আবহাওয়ার

খামখেয়ালী প্রনা জনিত কারণে এবারে জেলায় আম উৎপাদন অনেকটাই কম হবে। মালদা জেলা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানান বর্তমানে যা আবহাওয়া গোটা জেলে জুড়ে চলছে তাতে এবার অনেকটাই আম উৎপাদন কম হবে গতবছর গোটা জেলা জুড়ে যে আম উৎপাদন হয়েছে এবারে তা আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মালদা জেলাতে আমের বাগান যা রয়েছে তাতে আমাদের তিন লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদন হয়। কিন্তু এবারে আমের মুকুল যেহেতু দেরিতে এসেছে সেই সময় একটু বৃষ্টিপাত হয়েছিল সেই সময় বিভিন্ন রোগ পোকার উপদ্রব হয় এবং আমের ফুলগুলো ঝরে পড়ে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এবছর ল্যাংড়া প্রজাতির আম ফলন অনেকটাই কম হবে লক্ষণভোগ, আরশিনা ফলন ভালো হবে। এখনো পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে এ বছর আমের ফলন পৌনে তিন লক্ষ কাছাকাছি থাকবে যা গতবারের তুলনায় অনেকটাই কম।রসেক্ষেত্রে বাজারে আমের দাম বাড়বে। কারণ চাহিদা অনুযায়ী আম সেভাবে যোগান হবে না। ল্যাংড়ার প্রজাতির আম বাজারে দাম বাড়বে। এখনো যা পরিস্থিতি তাতে এবারে ল্যাংড়া প্রজাতির আমের দাম অনেকটাই বাড়বে জেলাতে।

রাতের অন্ধকারে সিপিএমের ব্যানার ও দেওয়ালে প্রার্থীর মুখ কালিমালিপ্ত

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকের বামনগাছি অঞ্চলের দলুয়াখাকী গ্রামের হালদারপাড়ায় সিপিআইএম পার্টির ব্যানারের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যর মুখে কাদা দিয়ে মুখটি কালিমালিপ্ত করেছে কে বা কারা। হালদার পাড়ায়। গত ১৩ই নভেম্বর বামনগাছি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি সাইফুদ্দিন লস্কর খুন হয়। সাইফুদ্দিন লস্করের স্মরণসভায় উপস্থিত হয়ে মরিশ্বরমতিলাল হাইস্কুলের মাঠে বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার প্রকাশ্যে বলেছিলেন, আমার বন্ধু সাইফুদ্দিন লস্করকে সিপিআইএম পার্টি খুন করেছে। আমি এখান থেকে বলছি সিপিআইএম পাটির পতাকা

বামনগাছি অঞ্চলের এমনকি দলুয়াখাকী গ্রামে কোন জায়গায় সিপিআইএম পার্টির পতাকা লাগাতে দেব না। তার সেই মন্তব্যের জেরে এই ঘটনা কিনা তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে এলাকায়।
তবে সিপিএম প্রার্থীর মুক কালিমালিপ্ত করার ঘটনার পর দলুয়াখাকি গ্রামে বামনগাছি অঞ্চলের মোড়ে সিপিআইএম পার্টির পথ সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন খোদ সিপিআইএম পাটির প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন আমাদের ব্যানারে এবং দেওয়ালে কাদা দিয়ে যে নেপে দিয়েছে তা আমাদের আরো বেশি উপকার হয়েছে। কারণ মানুষ বুঝতে পারছে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি হওয়ার সময় এসেছে। আমাদের ব্যানার কাদা দিয়ে নেপে দিক না কেন মানুষ তাদের ভুল বুঝতে পারছে। তিনি দাবি করেন যারা মানুষের পাশে সুখ দুঃখ সময় থাকবে তাদেরকে আপনারা তাকে ভোট দেবেন তিনি দাবি করেন সিপিআইএম পার্টি সদাসর্বদা মানুষের পাশে থাকে এবং থাকবে। তিনি দাবি করেন সিপিআইএম পার্টিকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রথম নজর

ইন্দোনেশিয়ার হজযাত্রীবাহী বিমান উড়তেই ইঞ্জিনে আগুন, জরুরি অবতরণ

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার একটি হজযাত্রীবাহি বিমানে উড্ডয়ণের সময় ইঞ্জিনে আগুন ধরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আগুন লাগার ফলে সেটি দ্রুত অবতরণ করে। বিমানটিতে হজযাত্রীসহ ৪৬৮ জন যাত্রী ছিল।
বুধবার (১৫ মে) এ ঘটনা ঘটে বলে কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজ।
ইন্দোনেশিয়ার পতাকাবাহী সংস্থাটি জানিয়েছে, গারুদা ১১০৫ ফ্লাইটটি বোয়িং ৭৪৭-৪০০ বিমান দিয়ে মদিনার উদ্দেশে পরিচালিত হচ্ছিল। স্থানীয় সময় ৫টা ১৫ মিনিটে এটি ইন্দোনেশিয়ার মাকাসার শহরে অবতরণ করে। বিমানের সব যাত্রীরা অক্ষত রয়েছে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।
গারুদার নির্বাহী পরিচালক ইরফান সেতিয়াপুত্রা এক বিবৃতিতে বলেন, ‘বিমানটি টেক অফের পরপরই সেটির একটি ইঞ্জিনে আগুন লাগে। সম্ভবত ফ্লাইট শুরুর আগে সেটি ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয়নি। আগুন দেখতে পাওয়া মাত্র পাইলট তাৎক্ষণিকভাবে বিমান অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন।’
তিনি জানান, বিমানটিতে হজযাত্রীসহ ৪৫০ জন যাত্রী ছিলেন। এ ছাড়া এটিতে ১৮ ক্রু সদস্য ছিলেন। বিমানটি অবতরণের দুই ঘণ্টার মধ্যে যাত্রীদের জন্য নতুন বিমানের ব্যবস্থা করে গারুদা। এ সময় সকলের জন্য বিমানের পক্ষ থেকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া বিমানটিকে নিরাপত্তার জন্য গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এ ঘটনার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা গেছে, বিমানটি উড্ডয়নের সময় এটির ইঞ্জিন থেকে আগুনের ফুলকি ছুটছে।

নিজেদের হামলায় ট্যাঙ্কে আগুন, পুড়ে মরলো ইসরায়েলি ৫ সেনা

আপনজন ডেস্ক: উত্তর গাজার জাবালিয়ায় নিজেদের ট্যাংকের গোলার আঘাতে পাঁচ ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো সাত ইসরায়েলি সেনা আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর। দেশটি সামরিক বাহিনী বলছে গত অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধে এটিই সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা।
জানা গেছে, বুধবার (১৫ মে) উত্তর গাজার জাবালিয়া শহরে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাসের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এ ঘটনা ঘটে।
ভুলবশত নিজেদের চালানো হামলায় ওই ট্যাঙ্কটিতে আগুন ধরে যায়। এতেই তাদের মৃত্যু হয়।
গত কয়েকদিন ধরে গাজার উত্তরাঞ্চলে হামাসের সদস্যদের সাথে ইসরায়েলি বাহিনীর লড়াই ব্যাপক তীব্র আকার ধারণ করেছে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেছেন, ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়ার পর সেখানে সম্প্রতি আবারো সংগঠিত হচ্ছে। যে কারণে সেখানে হামাসের বিরুদ্ধে আবারো জোরাল আক্রমণ শুরু করা হয়েছে।
গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

বিক্ষোভকারীদের দখলে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে যুক্তরাজ্যের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের (এলএসই) একটি ভবন দখলে নিয়েছে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা। তাদের ভাষ্য, ইসরায়েলের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়টির সম্পর্ক থাকায় এই আন্দোলন করা হচ্ছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ইসরায়েলের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানিয়েছে তারা।

গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হওয়া আন্দোলন এরই মধ্যে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।
গত সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়টির হলবর্ন ক্যাম্পাসের বাইরে সমাবেশ করার কিছুক্ষণ পর মার্শাল ভবন দখলে নেওয়া শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা।
এলএসই স্টুডেন্টস ইউনিয়ন প্যালেস্টাইন সোসাইটি মেম্বারের ইথান চুয়া বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে বাধা দিতে চায় শিক্ষার্থীরা। এর আগে ইসরায়েলে সংঘটিত ‘জঘন্য কার্যক্রমে’ এলএসইর বিশদ সংশ্লিষ্টতার একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীরা। তিনি আরো বলেন, এলএসই কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রধান বার্তা হলো- ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা।
কারণ আমরা এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাই না, যারা আমাদের পৃথিবীর ধ্বংস ও ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর সঙ্গে বস্তুগতভাবে জড়িত।
এক ভিডিওতে কয়েক শ শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্শাল ভবনে জড়ো হতে দেখা যায়। এ বিষয়ে ইথান চুয়া বলেন, বর্তমানে প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী ভবনটিতে অবস্থান করছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানেই থাকবে।
এলএসইর এক মুখপাত্র বলেন, ‘একটি সমাবেশের পর একদল বিক্ষোভকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্শাল ভবনের নিচতলার কিছু অংশ দখলে নেয়।
আন্দোলনকারীদের দেওয়া প্রতিবেদন আমরা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব এবং যথাসময়ে প্রতিক্রিয়া জানাব। পাশাপাশি আমরা শান্তিপূর্ণ সংলাপ অব্যাহত রাখব।’ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসের অন্যান্য ভবনে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা বিক্ষোভের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।
এদিকে দ্য স্কুল অব অরিয়েন্টেশন অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিসের (এসওএএস) শিক্ষার্থীদের দাবি, সমরাস্ত্রে অর্থায়ন করে এমন প্রতিষ্ঠান এবং ইসরায়েলের হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।
দ্য এসওএএস জিওইস সোসাইটির ভাষ্য, ‘আমরা সহপাঠী ও সহকর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অবস্থান করব।’

যে কারণে হঠাৎ বাহরাইনে যাচ্ছেন আরব নেতারা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি ছাড়াই ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় একটি শীর্ষ সম্মেলনের জন্য আরব নেতারা বৃহস্পতিবার বাহরাইনে সমবেত হচ্ছেন।
বুধবার (১৫ মে) উপসাগরীয় দেশটির রাজধানী মানামায় রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা পৌঁছাতে শুরু করেন। সেখানে আরব লীগের ২২ সদস্যের পতাকা উড়ছে।
প্রতিবেশী সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে নভেম্বরে একটি অসাধারণ শীর্ষ সম্মেলনের পর থেকে এই প্রথম ব্লকটি একত্রিত হয়েছে।
যেখানে সৌদি শহর জেদ্দা ভিত্তিক ৫৭ সদস্যের ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।
সেই বৈঠকে নেতারা গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর ‘বর্বর’ কর্মকান্ডের নিন্দা করেছিলেন কিন্তু অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ এবং ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ব্যাপক সমর্থন সত্ত্বেও দেশটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ অনুমোদনে ব্যর্থ হয়। কুয়েতি বিশ্লেষক জাফের আল-আজমি বলেছেন, আরব দেশগুলোর প্রচেষ্টায় দীর্ঘসময় দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের জন্য বিশ্বব্যাপী সমর্থন তৈরি হওয়ায় এটি এই সময়ে পরিবর্তন হতে পারে। আজমি বলেন, ৭০ বছরেরও বেশি সময় আগে ইসরায়েল তৈরির পর থেকে পশ্চিমা জনমত ‘ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করতে এবং তাদের ওপর করা অন্যায় প্রত্যাহারে আরও বেশি ঝুঁকেছে’। তিনি বলেন, এরইমধ্যে ইসরায়েল হামাসকে ধ্বংস করাসহ তাদের যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং সাত মাসেরও বেশি সময় ধরে টানা যুদ্ধে জড়িত রয়েছে। ইসরায়েলের সরকারি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, দক্ষিণ ইসরায়েলে গত ৭ অক্টোবর হামাসের আক্রমণে ১,১৭০ জনেরও বেশি ইসরায়েলী বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। এ সময় হামাস প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করে। ইসরায়েলের মতে এদের মধ্যে ১২৮ গাজায় রয়ে গেছে। যার মধ্যে ৩৬ জন মারা গেছে বলে ইসরায়েলী সামরিক বাহিনী বলেছে। হামাসের হামলার পর ইসরায়েল গাজায় পাল্টা প্রতিশোধমূলক হামলা শুরু করে গাজাকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, ইসরায়েলের সামরিক প্রতিশোধে কমপক্ষে ৩৫,২৩৩ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। এদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। পাশাপাশি ইসরায়েলি অবরোধ ভয়াবহ খাদ্য সংকট এবং দুর্ভিক্ষের হুমকি দেখা দিয়েছে। বুধবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, প্রায় ৫ লক্ষ লোককে দক্ষিণ গাজার শহর রাফাহ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।
সেখানে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আপত্তি সত্ত্বেও হামাস ব্যাটালিয়নের অবশিষ্টাংশের নির্মূল করার ওপর জোর দিচ্ছেন।
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই রাফাহ আক্রমণের সম্পূর্ণ বিরোধিতা সত্ত্বেও নেতানিয়াহু সেখানে ইসরায়েলি অভিযানে একটি ‘মানবিক বিপর্যয় ঘটাবে’ এমন দাবি মানছেন না।
এই পটভূমিতে এবং কাতারের মধ্যস্থতায় একটি যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি মুক্তি চুক্তির আলোচনাকে অচলাবস্থার কাছাকাছি বলে বর্ণনা করে আজমি বলেছেন, ‘আরব দেশগুলোর সুর পরিবর্তিত হয়েছে।’ বৃহস্পতিবারের শীর্ষ সম্মেলনে কঠোর পদক্ষেপসহ চূড়ান্ত ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে।

রাফায় বেসামরিকদের আরো বেশি সুরক্ষার আহ্বান জার্মানির

আপনজন ডেস্ক: জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক বৃহস্পতিবার গাজা উপত্যকার রাফায় বেসামরিক নাগরিকদের বৃহত্তর সুরক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরটির চারপাশে তাদের অভিযান জোরদার করেছে।
বেয়ারবক এক বিবৃতিতে বলেন, তিনি ‘রাফায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বর্তমান কর্মকাণ্ডের জন্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন’ এবং শহরের কয়েক হাজার শরণার্থীর ‘পালানোর জন্য আর কোনো নিরাপদ জায়গা নেই’।
জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ‘বেসামরিক জনসংখ্যার সুরক্ষাকে অবশ্যই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
এই মুহূর্তে এটি দৃশ্যমান নয়।’
ইসরায়েলি বাহিনী মে মাসের শুরুতে মিসরের সঙ্গে রাফা সীমান্ত ক্রসিংয়ের গাজার পাশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। মার্কিন সতর্কতা সত্ত্বেও রাফায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
যুক্তরাষ্ট্র সতর্ক করেছিল, সেখানে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ১৪ লাখ বেসামরিক নাগরিক ক্রসফায়ারে পড়তে পারে।
এদিকে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডাব্লিউএ বলেছে, ‘সামরিক অভিযান জোরদার হওয়ার পর থেকে ছয় লাখ মানুষ রাফা থেকে পালিয়েছে।’
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অবশ্য জোর দিয়ে বলেছেন, শহরে কোনো ‘মানবিক বিপর্যয়’ হয়নি। তিনি হামাসের অবশিষ্ট ব্যাটালিয়নগুলোকে ধ্বংস করার জন্য রাফায় জোরালো অভিযান শুরুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
বেয়ারবক বলেন, জার্মানি ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র।
তারা ‘ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য দাঁড়াবে’।
তিনি আরো বলেন, কিন্তু ইসরায়েলের প্রতি জার্মানির সমর্থনের অর্থ হলো, ‘ইসরায়েল যেন এই যুদ্ধে নিজেকে হারিয়ে না দেয় তা নিশ্চিত করার জন্য সব কিছু করা’।
জার্মান মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা জোর দিচ্ছি, সামরিক আত্মরক্ষা অবশ্যই হামাসের সন্ত্রাসীদের দিকে পরিচালিত হতে হবে। নিরীহ ফিলিস্তিনি শিশু, নারী ও পুরুষদের দিকে নয়।’ ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলে এক নজিরবিহীন হামলা চালালে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ শুরু হয়।
ইসরায়েলের সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, হামাসের সেই হামলায় এক হাজার ১৭০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক। অন্যদিকে হামাস শাসিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, ইসরায়েলের সামরিক প্রতিশোধে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৩৫ হাজার ২৭২ জন নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক।

গুলিবিদ্ধ স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী শঙ্কা মুক্ত

আপনজন ডেস্ক: গুলিবিদ্ধ স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো কিছুটা শঙ্কা মুক্ত বলে জানিয়েছেন দেশটির উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পরিবেশমন্ত্রী টমাস তারাবা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অস্ত্রপচার ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি এখন কিছুটা শঙ্কা মুক্ত। আশা করছি তিনি বেঁচে যাবেন।
বুধবার মধ্যাঞ্চলের হ্যান্ডলোভাতে একটি সরকারি বৈঠক শেষে বের হওয়ার সময় ফিকোকে লক্ষ্য করে একাধিক গুলি ছোড়ে এক বন্দুকধারী। এ সময় একটি গুলি তার পেটে লাগে। গুলি লাগার পর তিনি মাটিতে পড়ে যান। প্রথমে তাকে গাড়িতে করে একটি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ফিকোকে হেলিকপ্টারে করে নেয়া হয় বানস্কা বাইস্ট্রিকা হাসপাতালে।
স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রীর অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বলা হয়েছে, ফিকোকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাকে একাধিকবার গুলি করা হয়েছে।
একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, গুলির পর সেন্টারের বাইরে বেশ কিছু মানুষ হামলাকারীকে ধরতে ছুটে যাচ্ছেন।
দেশটির বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জুজানা ক্যাপুতোভা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর ওপর ‘নৃশংস ও নির্মম’ হামলার ঘটনায় তিনি হতবাক। একইসঙ্গে দেশটির মাটিতে এমন সহিংসতার কোনো স্থান নেই বলেও হুঁশিয়ারি দেন জুজানা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুর্ভিক্ষের মুখে সুদান: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: চরম দুঃর্ভিক্ষের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার দেশ সুদান। দেশটির সেনা ও আধা সামরিক বাহিনীর লড়াইয়ের কারণে ৪০ লাখ মানুষের সংকট আরো বাড়বে বলে জানিয়ে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের প্রতিনিধি ক্লেমেন্টাইন কোয়েটা-সালামি জানিয়েছে, সুদান এখন ভয়ঙ্কর সহিংসতার আগ্নেয়গিরির মুখে পড়ে গেছে। দেশটি এখন দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি। লড়াই শেষ হওয়ার কোনো ইঙ্গিত নেই। আর এই লড়াইয়ে ভয়ঙ্কর বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ধর্ষণ, অত্যাচার ও জাতিগত সহিংসতার অভিযোগ উঠেছে। সহিংসতার জন্য ত্রাণ দেওয়া যাচ্ছে না। তিনি জানিয়েছেন, দেশটির ৪০ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছেন। তাদের কাছে ত্রাণ পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। ২০২৩ সালের এপ্রিলে সুদানের সেনা ও আধা সামরিক বাহিনীর মধ্যে লড়াই শুরু হয়। তারপর থেকে ৯০ লাখ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। প্রচুর মানুষ মারা গেছেন। এই সংঘাত পুরো দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। তবে পশ্চিম দারফুরে ভয়ঙ্কর লড়াই হচ্ছে। ক্লেমেন্টাইন জানিয়েছেন, গত সপ্তাহে এল ফাশারে প্রবল সংঘর্ষ হয়েছে। প্রচুর মানুষ মারা গেছেন অনেকে ঘরছাড়া হয়েছেন। সামনে বর্ষা আসছে। তখন যাতায়াতে আরও অসুবিধা হবে। আর কৃষকদের কাছে বীজ পৌঁছে দিতে না পারলে তারা চাষ করতে পারবেন না। তার মতে, সুদানের মানুষের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। পোর্ট সুদান থেকে ট্রাকে করে ওষুধ ও ত্রাণসামগ্রী ৩ এপ্রিল পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তা এখনো

ইসরায়েলে হিজবুল্লাহর ৬০টি রকেট নিক্ষেপ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে ৬০টির বেশি রকেট ছুড়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। বুধবার রাতে চালানো ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার এই হামলা চালায় ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীটি।
এক বিবৃতিতে হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, তারা ইসরায়েলি সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে ৬০টির বেশি কাতিউশা রকেট ছুড়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৫ মি.

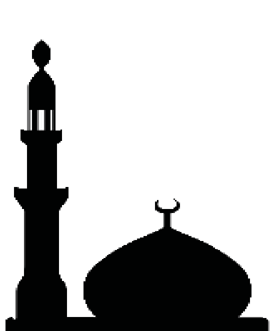

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৬	৪.৫৫
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৯	
মাগরিব	৬.১৫	
এশা	৭.৩৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

সুইজারল্যান্ডে ছুরি হামলায় আহত ৬

আপনজন ডেস্ক: সুইজারল্যান্ডে ছুরি হামলায় ৬ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে কয়েকজন গুরুতর বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে পুলিশ হামলাকারীর বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেনি। পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি প্রথমে একটি রেলস্টেশনে এক পথচারীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। এরপর তিনি এলোপাতাড়ি আরো অনেকের ওপর হামলা চালায় এবং একটি বাড়িতে প্রবেশ করে। সব মিলিয়ে ছয় জনকে আক্রমণ করেন তিনি।

চিন-রাশিয়া সম্পর্ক শান্তির জন্য সহায়ক: শি জিনপিং

আপনজন ডেস্ক: চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মস্কো ও বেইজিংয়ের মধ্যে সম্পর্কের প্রশংসা করে বলেছেন, এই সম্পর্ক ‘শান্তির জন্য সহায়ক’। বৃহস্পতিবার (১৬ মে) চীন সফররত রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে শি এ কথা বলেন। বেইজিংয়ে গ্রেট হলে উভয় নেতার বৈঠকে শি জিনপিং পুতিনকে বলেন, চীন-রাশিয়া সম্পর্ক কেবল দু’দেশের মৌলিক স্বার্থে নয়, বরং এই সম্পর্ক শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। বিশ্বে ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখতে রাশিয়ার সঙ্গে কাজ করতে চীন প্রস্তুত। শি আরো বলেন, আজকের চীন-রাশিয়ার এই সম্পর্ক অনেক কষ্টার্জিত। উভয় পক্ষকে এই সম্পর্ককে লালন করতে হবে।
দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বৃহস্পতিবার চীন পৌঁছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।
বেইজিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে পুতিনকে স্বাগত জানান চীনা স্টেট কাউন্সিলর শেন ইকিন। এরপর তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। গত মার্চে নির্বাচনে জয়লাভ করে পুনরায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই পুতিনের প্রথম বিদেশ সফর। ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা রাশিয়াকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন শি জিন পিং। এ পরিস্থিতিতে চীন-রাশিয়ার শীর্ষ দুই নেতার বৈঠকের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে পশ্চিমা বিশ্ব। এদিকে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং আজ বিকেলের দিকে পুতিনের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে।

বন্যা ও শীতল লাভার ভয়াবহতা, ইন্দোনেশিয়ায় নিহত বেড়ে ৬৭

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার তানাহ দাতার জেলা ও এর আশপাশে আকস্মিক বন্যা ও শীতল লাভায় এখন পর্যন্ত ৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ২০ জন। বন্যার পানির তীব্র স্রোতের কারণে নিখোঁজ থাকা ব্যক্তিদের সন্ধানে উদ্ধারকর্মীদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। গত শনিবারের (১১ মে) মুষলধারে বৃষ্টির কারণে ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলোর একটি থেকে কাছাকাছি জেলাগুলোতে কাদা এবং শিলা প্রবাহিত হয়েছে। এতে কয়েক ডজন ঘরবাড়ি ভেসে গেছে এবং রাস্তা ও মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রদেশ প্রশাসন জানিয়েছে, বৃষ্টি, হড়কা বান ও লাভায় প্রদেশটির তিন জেলায় ৫২১টি বাড়ি, ৭৯ হাজার ৩৭ একর পরিমাণ জমির ফসল এবং ১৯টি সেতু ধ্বংস হয়ে গেছে।
উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছেন, অনেক মৃতদেহ পাওয়া গেছে পাশের নদীতে। আগ্নেয়গিরি থেকে ভেসে আসা লাভা ও কাদা বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে প্রচণ্ড গতিতে আশপাশের এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে আর এতে ভেসে যায় বিস্তীর্ণ এলাকা। এ সময় আগ্নেয়গিরির গা বেয়ে শীতল লাভার সঙ্গে বের হয়ে আসে ছাই, বালি আর নুড়ি পাথর। ইন্দোনেশিয়ার দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগ বিএনপিবি জানিয়েছে, তিন জেলার দুর্যোগ কবলিত এলাকাগুলো থেকে এখন পর্যন্ত ৪ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

গাজা নিয়ে মতবিরোধ, বাইডেন প্রশাসনের আরেক কর্মকর্তার পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: চলমান গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনের জেরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রশাসন থেকে এক কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন। তার নাম লিলি গ্রিনবার্গ।
গ্রিনবার্গ মার্কিন প্রশাসন থেকে পদত্যাগ করা দ্বিতীয় কর্মকর্তা। গত সপ্তাহে মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা বিভাগ থেকে মেজর হ্যারিসন মান পদত্যাগ করেন। তিনিও গাজায় মার্কিন সমর্থনের প্রতিবাদে ওই সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া গত মার্চে পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তা অ্যানেলে শেলাইন পদত্যাগ করেন। তার কারণও একই বলে উল্লেখ করেন শেলাইন।
জানা গেছে, বুধবার ফিলিস্তিনিরা যখন ‘নাকবা’ দিবস পালন করছে, তখন তিনি পদত্যাগ করেন। তার অভিযোগ, বাইডেনের হাতে রক্তের দাগ আছে।
লিলি মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিফ অব স্টাফের বিশেষ সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি বুধবার বিকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ডেবরা হাল্যান্ডের কাছে তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। তিনি তার চিঠিতে উল্লেখ করেন, গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অব্যাহত সমর্থনের মধ্যে এই প্রশাসনের প্রতিনিধিত্ব করা অব্যাহত রাখার বিবেকবুদ্ধি আর পাচ্ছি না।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৩৩ সংখ্যা, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ৮ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

বোধোদয়

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বরাবরই বিশৃঙ্খল। তাহার কারণও নিশ্চয়ই রহিয়াছে। এই সকল দেশে রহিয়াছে আইনের শাসনের ঘাটতি। জোর যাহার মুল্লুক তাহার—এই নীতি আজও বিদ্যমান। নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এই সকল দেশ উদাসীন ও অযত্নশীল। জাতীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভঙ্গুর। ফলে এই সকল দেশ যাহারা পরিচালনা করেন, তাহাদের অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হয়। তাহারা সমস্যার আসল জায়গায় হাত দিতে পারেন না বা দেন না। ইহাতে এই সকল দেশ ম্যানেজ করা সকল সময় সহজ হয় না। অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলিয়া যায় যে, ম্যানেজ করিবার মতো পরিবেশই আর থাকে না। তখন চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে একসময় সহজ সমাধান হিসাবে দেখা দিত মার্শাল ল’। ইহাতে সংবিধান স্থগিত হইয়া যাইত। পরিস্থিতির উন্নতি হইলে আবার ফিরিয়া আসিত বেসামরিক সরকার; কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ম্যানেজ করিবার এই অস্ত্রে এখন আর ধার নাই বলিলেই চলে। আজকাল মার্শাল ল দেখা যায় কদাচিৎ। তবে এখন অনেক উন্নয়নশীল দেশে ইহার নবসংস্করণ হইতেছে পুলিশি শাসন। এই সকল দেশকে পুলিশি রাষ্ট্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম অনেক দিক দিয়াই তাহারা আজ স্বয়ংসম্পন্ন ও অধিকতর শক্তিশালী। তাই পুলিশ দিয়া যেইখানে শৃঙ্খলা আনা যায়, সেইখানে সেনাবাহিনীর কী দরকার? তাহারা কি নিজ দেশে যুদ্ধ করিবেন? অনেক উন্নয়নশীল দেশ আজ অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত হইয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্র বা সূচকের কথা বিবেচনা করিলে তাহাদের উন্নত দেশের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু উন্নত দেশের মতো উন্নয়ন হইলেও রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের পূর্বের মতোই পশ্চাত্পদতা রহিয়া গিয়াছে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার অবনতি হইয়াছে। ইহাতে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এমন পর্যায়ে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে শুধু পুলিশি শাসন বজায় আর মামলা-মোকদ্দমা দিয়া সকল কিছু সামলানো যাইবে কি না, সন্দেহ। সেই সকল দেশে বিরোধী দলের স্পেস দিনদিন সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। এমনকি কোনো কোনো দেশে বিরোধী দলের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি হইয়াছে মাস্তান ও গুন্ডাবাহিনী। তাহারাই তৃণমূল পর্যন্ত দাপাইয়া বেড়াইতেছে। তাহারা স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করিয়া সাধারণ নাগরিকদের উপর চালাইতেছে স্টিমরোলার। বড় সমস্যা হইল, যাহারা সরকারি দলে অনুপ্রবেশকারী এবং উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে তাহাদের দৌরাত্ম্য আরো অধিক। তাহাদের অনেকে রাতারাতি সরকারি দলের সমর্থক বনিয়া গিয়াছে। তাহারা যে সেই দলের আসল লোক নহে, তাহা অনেকেরই অজানা নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বর্ণচোরা, সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী। দল বিপদে পড়িলে যে কোনো সময় তাহারা কাটিয়া পড়িতে কার্পণ্য করিবে না। তাহাদের কেহ কেহ দেশের স্বাধীনতাবিরোধীও। দেশ ও দলের প্রতি তাহাদের কোনো মায়া নাই। তাহারা নিজেদের স্বার্থকেই সর্বদা বড় করিয়া দেখে; কিন্তু তাহারাই যখন সরকারি ও অন্যান্য দলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িয়া গুরুত্বপূর্ণ পদপদবি বাগাইয়া লয় এবং ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলিয়া যায়, তখন তাহাদের দ্বারা যে কোনো অন্যায় ও অনিয়ম করা মোটেও অসম্ভব নহে। তাহাদের অত্যাচার-নির্যাতনে এখন স্থানীয় এলাকায় বসবাস করা শান্তিপূর্ণ ও নিরীহ মানুষের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল, উন্নয়নশীল দেশে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি হইল কেন? এমন তো নহে যে, এই দুঃসহ পরিস্থিতি এক দিনেই সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের ব্যাপারে সজাগ থাকিবার কথা সচেতন মহল বলিলেও কে শুনে কাহার কথা? এই জন্য দেখা যায়, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কোথাও না কোথাও অস্থিরতা লাগিয়াই আছে। তাহাদের ব্যাপারে শাসকদের বোধোদয় না হইলে তাহার পরিণতি কখনোই শুভ হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

• • • • • • • • • • • •

গাজা নিয়ে বিক্ষোভে কেন অভিজাত শিক্ষার্থীরা

আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনো কোনো ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের ফিলিস্তিনি কেফিয়াহ্ (বিশেষ ধরনের স্কার্ফ) গলায় জড়িয়ে আন্দোলন করতে দেখছি। তাঁরা এমনভাবে ক্যাম্পাস ভবনগুলো ‘মুক্ত’ করার ডাক দিচ্ছেন, যেন তাঁরা একেজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার (অন্তত একজনের বিষয়ে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি) কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আন্দোলনকারীদের জন্য ‘মৌলিক মানবিক ত্রাণ’ হিসেবে খাবার ও পানি দাবি করেছেন। লিখেছেন **ইয়ান বুরুমা**।

‘ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি, প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি’ {নদী (এখানে নদী বলতে জর্ডান নদী বোঝানো হচ্ছে) থেকে সাগর (সাগর বলতে এখানে ভূমধ্যসাগর) পর্যন্ত ফিলিস্তিন মুক্ত হবে}—এই স্লোগান দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছেন, তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা বা হাসাহাসি করাটা খুব সোজা।

আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনো কোনো ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের ফিলিস্তিনি কেফিয়াহ্ (বিশেষ ধরনের স্কার্ফ) গলায় জড়িয়ে আন্দোলন করতে দেখছি।

তাঁরা এমনভাবে ক্যাম্পাস ভবনগুলো ‘মুক্ত’ করার ডাক দিচ্ছেন, যেন তাঁরা একেজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার (অন্তত একজনের বিষয়ে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি) কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আন্দোলনকারীদের জন্য ‘মৌলিক মানবিক ত্রাণ’ হিসেবে খাবার ও পানি দাবি করেছেন।

এসব বিষয় হাসিঠাট্টার বিষয় হতে পারে। তবে এটিও ঠিক, সব রাজনৈতিক বিক্ষোভই কোনো না কোনো লেভেলে একধরনের থিয়েটার হয়ে ওঠে। তারপরও এটি মানতে হবে, গাজায় বিপুলসংখ্যক নিরীহ বেসামরিক নাগরিককে হত্যার বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদ করছেন, তাঁদের সবাই উপহাস করার মতো কাজ করছেন না।

তাঁদের বিরুদ্ধে সহিংস আচরণ করা (তা সে পুলিশের দ্বারা হোক কিংবা কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উন্মত্ত জনতার দ্বারা হোক) কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। সমস্যা হলো, কলেজ ক্যাম্পাসে এর মাধ্যমে ‘জায়নবাদবিরোধী’ অজুহাতের মাঠ দখল প্রায়ই সংকট তৈরি করে। এসব আন্দোলনের মতাদর্শগত ভিত্তি সবকিছুকেই একটির সঙ্গে আরেকটির যোগসাজশ আছে বলে দেখাতে থাকে। আফ্রিকান-আমেরিকানদের বিরুদ্ধে পুলিশের বর্বরতা, বৈশ্বিক উষ্ণতা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ব, আমেরিকান দাসব্যবস্থার ইতিহাস, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ, রূপান্তর ও সমকামভীতি এবং বর্তমানে চলমান ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ—এর সবগুলোর মধ্যে আন্তসম্পর্ক খোঁজার প্রবণতা এসব আন্দোলনে প্রবলভাবে নিহিত থাকে।

নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র বলছিলেন, ‘ক্লাইমেট জাস্টিসের (জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সুষম ক্ষতিপূরণ আদায়ের আন্দোলন) শিকড় যেভাবে সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত, ঠিক একইভাবে এসব আন্দোলনের সঙ্গে ফিলিস্তিনের গণহত্যাবিরোধী আন্দোলনের যোগসূত্র আছে।’

ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি ইহুদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হলো জায়নবাদ। জায়নবাদে ধর্মীয়, ধর্মনিরপেক্ষ, বামপন্থী এবং ডানপন্থী আদর্শের উপাদান রয়েছে। তবে এই জায়নবাদ এখন উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্ণবাদের সমার্থক হয়ে উঠেছে।

এখন এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে একজন ভালো, মানবিক এবং নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হতে হলে তাকে অবশ্যই ‘জায়নবাদবিরোধী’ হতে হবে।

আবার কিছু লোক মনে করে, জায়নবাদবিরোধিতা মানেই অ্যান্টিসেমেটিক বা ইহুদিবিদ্বেষ। তবে আসলেই সেটি ঠিক কি না, তা পরিষ্কার নয়।

আসলে ইহুদিবাদের বিরোধিতা বা ইসরায়েলি নীতির সমালোচনা আর ইহুদিবিরোধিতা এক নয়।

ইসরায়েলের অধিকারকে অস্বীকার করাটা সব ইহুদিকেই জায়নবাদী মনে করার মতো একটি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের প্রকাশ।

সব ধরনের নিপীড়নকে একটির সঙ্গে আরেকটিকে জড়িয়ে দেওয়ার একটি একাডেমিক পরিভাষা আছে। সেটি হলো ‘ইন্টারসেকশনালিটি’ বা ‘আন্তছেদ’। এই মুহূর্তে ফিলিস্তিনের পক্ষে সক্রিয় বিক্ষোভকারীদের মধ্যকার অনেক শিক্ষার্থী এই চিন্তাধারা গ্রহণ করেছেন।

আত্মপরিচয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে ওঠা রাজনীতির মহাসমুদ্রে নেমে উদার বামপন্থী শিবিরের সব শিক্ষিত সদস্যরা (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে) অন্তত একটি বিষয়ে একমত। সেটি হলো দাসপ্রথা-পরবর্তী ও ঔপনিবেশিক-পরবর্তী পশ্চিমের একজন সুশীল নাগরিক হওয়ার জন্য যে কাউকে সক্রিয়ভাবে বর্ণবাদবিরোধী হতে হবে; সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হতে হবে এবং উপনিবেশবাদবিরোধী হতে হবে।

তার মানে হলো, সুশিক্ষিত ও আলোকিত মানসিকতার মানুষ হতে হলে যে কাউকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত সবখানের অতীত ও বর্তমানের সব বৈশ্বিক ঘটনাগুলোকে বর্ণবাদবিরোধিতার নিরিখেই পর্যালোচনা করতে হবে।

ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভগুলো কলাম্বিয়া, হার্ভার্ড, ইয়েল, স্ট্যানফোর্ডের মতো সেরা আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেন শুরু হলো, তা এই বিশ্বদৃষ্টিই হয়তো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

হয়তো এরই ধারাবাহিকতায় ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ যুবক চরম ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের দিকে ঝুঁকেছে। তাঁরা এমন সব চটকদার গুরুসদৃশ ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, যাঁরা এই তরুণদের ঘুমিয়ে থাকা পৌরুষকে জাহির করতে এবং নারীদের আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এটি অশ্বেতাঙ্গ মানুষের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণকে উসকে দিচ্ছে।

এই আন্তছেদের অনুভূতি যে শ্রমজীবী মানুষের বোধ থেকে উৎসারিত হয়েছে তা কিন্তু নয়। বরং এই বোধটি এসেছে সেই শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণি থেকে, যাঁরা নিজেদের পশ্চিমা বিশ্বের সামষ্টিক নৈতিক বিবেক হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত।

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কারণে এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে একধরনের শ্রেণি অপরাধবোধ কাজ করে। সেই অপরাধবোধ থেকে বিবেককে মুক্ত করার একধরনের তাগিদ থেকে তাঁরা ক্যাম্পাসের বিক্ষোভে যুক্ত হয়ে থাকতে পারেন। বিশেষ করে এমন একটি সমাজে, যেখানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে, সেখানে তাঁদের মধ্যে এ ধরনের বোধ কাজ করাটা অমূলক নয়।

উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কিংবা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যখন শ্রেণিসংগ্রামের স্থলাভিষিক্ত হয়, তখন সেই সমাজে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত নাগরিকদের বাস করা সহজ হয়।

অবশ্য এর মধ্যেই শ্রেণিব্যবস্থা তার মতো করে চলতে থাকে। আর বিদ্রোহ প্রায়ই প্রিভিলেজ বা বিশেষাধিকার হাত থেকে ছুটে যাওয়ার ভয় থেকে উদ্ভূত হয়। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সে কারণেই তুলনামূলক অশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গদের মনের মধ্যে এই ধারণা ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছেন যে আরেক দেশ থেকে উড়ে আসা অভিবাসীরা তাদের চেয়ে ভালো করতে পারে।

সেই ভয় থেকেই তারা ট্রাম্পের পক্ষ নিয়ে আমেরিকান উদার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আমেরিকার অভিজাত প্রতিষ্ঠান এবং পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য অংশে এই ধরনের কিছু একটা ঘটছে।

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত একটি সুশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ পরিবার থেকে আসা ব্যক্তির জন্য সমাজের উচ্চপর্যায়ের টিকিট বরাদ্দ রাখা ছিল। কিন্তু এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা, জাদুঘর, সাংবাদিকতাসহ উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন হয় এমন অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকরির জন্য তাঁদের এখন উচ্চশিক্ষিত অশ্বেতাঙ্গ ও নারীদের সঙ্গে অনেক বেশি প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হচ্ছে। এটি একটি সামগ্রিক ইতিবাচক উন্নয়ন। সবার অন্তর্ভুক্তি এবং ধর্ম-বর্ণের বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী যে কারও এই ব্যবস্থাকে সাধুবাদ জানানো উচিত।

কিন্তু উদার-বাম মতাদর্শও (যা কিনা ‘বি-উপনিবেশকরণ’ও জাতিভিত্তিক বিশেষাধিকারের বিলোপের ওপর জোর দেয়) প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থার দিকে আমাদের নিয়ে যেতে পারে।

হয়তো এরই ধারাবাহিকতায় ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ যুবক চরম ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের দিকে ঝুঁকেছে। তাঁরা এমন সব চটকদার গুরুসদৃশ ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, যাঁরা এই তরুণদের ঘুমিয়ে থাকা পৌরুষকে জাহির করতে এবং নারীদের আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এটি অশ্বেতাঙ্গ মানুষের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণকে উসকে দিচ্ছে।

অন্যদিকে বিশেষাধিকার বজায় রাখার বিষয়ে অভিজাতদের উদ্বেগও তাদের প্রতিক্রিয়াশীল পথে নিয়ে যেতে পারে।

সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের বর্ণবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং উপনিবেশবাদবিরোধী হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সততা প্রদর্শন করাকে বিশেষাধিকার বঞ্চিত সমাজের রোষ থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে দেখতে পারে।

এটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় অবস্থান ধরে রাখার একটি উপায় হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন সত্যি সত্যি ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব রাষ্ট্র অর্জনে (যেখানে তারা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত সরকারের অধীনে আরও ভালো এবং আরও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবে) সহায়তা করতে পারবে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

সেটি হয়তো কখনোই আন্দোলনকারীদের মূল বিষয় ছিলও না। তবে এটি স্পষ্ট, এই আন্দোলন যতটা না ফিলিস্তিনকে নিয়ে, তার চেয়ে বেশি আমেরিকাকে ঘিরে।

ইয়ান বুরুমা ডাচ বংশোদ্ভূত মার্কিন লেখক ও গবেষক
অনুবাদ

পুতিন দিচ্ছেন পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি, ইউক্রেন যুদ্ধ তবে কি শেষের পথে

লিওনিদ রাগোজিন

গত সপ্তাহে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমাদের উত্তেজনা নতুন মাত্রায় পৌঁছায়। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের সীমানার কাছে ট্যাকটিক্যাল পারমাণবিক অস্ত্রের মহড়ার ঘোষণা দেন। ক্রেমলিনের দিক থেকে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। তারা বলছে যে এই মহড়া আয়োজনের কারণ হচ্ছে, পশ্চিমা নেতারা ইউক্রেনে ন্যাটো সেনা মোতায়েনের কথা বলেছে এবং তাদের অস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে বলেছে।

গত ২ মে কিয়েভে আকস্মিক সফরে গিয়ে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন যে যত দিন দরকার তত দিন পর্যন্ত তারা কিয়েভের সহযোগিতা করে যাবে। রুশ ভূখণ্ডে হামলার জন্য ইউক্রেনীয়দের ব্রিটিশ অস্ত্র ব্যবহারের কিয়েভের পরামর্শও দেন তিনি। যুক্তরাজ্য ইউক্রেনকে দেওয়ার জন্য ফরাসি ও ব্রিটিশদের তৈরি করা স্ট্রম শ্যাডো মিসাইল এবং নিজেদের ড্রোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সেই প্রসঙ্গ বলতে গিয়েই ডেভিড ক্যামেরন তাঁর এই পরামর্শ দেন।

পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করলেও এখন পর্যন্ত তারা খুব পরিষ্কারভাবে জানিয়ে আসছে যে রাশিয়ার মাটিতে হামলা চালাতে সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না। সে কারণে, এখন পর্যন্ত ইউক্রেন তাদের নিজ দেশে উৎপাদিত ড্রোন ও মিসাইল দিয়ে রাশিয়ার ভেতরে বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনায় হামলা করে আসছে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ বারবার করে তাঁর দিক থেকে বলে আসছেন, ইউক্রেনে ন্যাটোর সেনা মোতায়েনের প্রশ্নটি ফয়সালা করা দরকার। এ মাসে দ্য ইকোনমিস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আবারও তিনি এ বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন।

বিস্তারিত কিছু খোলাসা না করলেও মাখোঁ বলেন, এ ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ‘কৌশলগত অস্পষ্টতা’ বজায় রাখা উচিত। এ ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, সেটা যেন রাশিয়ার কাছে ধাঁধা হিসেবে থেকে যায়।

কিন্তু রাশিয়া ধাঁধার এই খেলায় নামতে রাজি নয়। তারা সরাসরি ইউক্রেনের সীমানাসংলগ্ন দক্ষিণ অঞ্চলের সামরিক জেলায় ট্যাকটিক্যাল পারমাণবিক অস্ত্রসহ সামরিক মহড়ার ঘোষণা দেয়। এর মধ্য দিয়ে তারা পশ্চিমকে খুব স্পষ্ট বার্তা দিয়ে চেয়েছে।

এখানে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার যে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্রিটিশ ও ফরাসি দূতদের তলব করে এবং তাদের যে ভাষায় তিরস্কার করেছে, তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়েছে।

মাখোঁর বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে রাশিয়া তাদের বিবৃতিতে বলেছে এটা ‘প্ররোচনামূলক’ ও ‘ধ্বংসাত্মক’ কর্মকাণ্ড। যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, সেটা আরও কর্কশ। রাশিয়া বলেছে, ব্রিটিশ অস্ত্র ব্যবহার করে রাশিয়ার লক্ষ্যবস্তুতে হামলার অনুমোদন দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই সংঘাতের একটি পক্ষ হয়ে গেল যুক্তরাজ্য।

রাশিয়া সতর্ক করেছে, যুক্তরাজ্যের অস্ত্র দিয়ে ইউক্রেন যদি রাশিয়ায় হামলা চালায় তাহলে ‘ইউক্রেনের ভেতরে ও বাইরে’ যুক্তরাজ্যের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করতে পারে রাশিয়া।

২০২২ সালে ইউক্রেনে সর্বাত্মক অভিযান শুরুর পর এই প্রথমবার রাশিয়া ইউক্রেনের বাইরে ন্যাটোর লক্ষ্যবস্তুতে হামলার সরাসরি হুঁশিয়ারি দিল। যদিও যুক্তরাজ্য এই প্রথমবার রাশিয়ার কাছ থেকে এ ধরনের হুমকি পেল না।

২০২১ সালের গ্রীষ্মকালে ফিরে যাওয়া যাক। ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ক্রিমিয়া উপকূলে (এটিকে রাশিয়া তার ভূখণ্ডের অংশ বলে মনে করে) প্রবেশ করলে রাশিয়ার নৌবাহিনী সতর্ক করে গুলি ছুড়েছিল। রাশিয়া তখন হুমকিও দিয়েছিল যে এরপর কোনো ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ তাদের জলসীমায় প্রবেশ করলে তারা বোমা মারবে।

চলমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরির পেছনে বেশ কয়েকটি বিষয় কাজ করেছে। যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি একটি ভূমিকা রেখেছে। ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির অজনপ্রিয়তা এতটাই বেড়েছে যে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে তাদের ভরাডুবির ঘটতে পারে। ফলে তারা খড়কুটোর মতো ইউক্রেন সংঘাতকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে।

এর আগে বরিস জনসনের ক্ষেত্রেও সেটা দেখা গেছে। কোভিড মহামারির সময় নিয়ম ভেঙে পার্টি দেওয়ায়, যখন তিনি বেকায়দায় পরেছিলেন তখন ইউক্রেনের জোরালো সমর্থক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিয়েভে ডেভিড ক্যামেরন যখন সফর করছিলেন, সে সময় যুক্তরাজ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হচ্ছিল। যাহোক তাঁর এই সফর ক্ষমতাসীনদের পরাজয়ের বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসতে কোনো সহযোগিতা করেনি।

এখানে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ছাড়াও আরও কিছু বিষয় আছে। ইউক্রেন সংঘাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পশ্চিমা নেতারা বক্তব্য দেওয়া ও পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্র সাধারণত সমন্বয় করে চলছে। ইউরোপের নেতারা, বিশেষ করে ব্রিটিশ নেতারা রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ‘মন্দ পুলিশের’ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর কারণ হলো, তাঁরা চান বাইডেন প্রশাসন যেন আরও সংযত ও যৌক্তিক আচরণ করে।

এ ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রের যে পরিস্থিতি সেটাও পশ্চিমা নেতাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলছে। কয়েক মাস ধরে রাশিয়ার সেনাদের অগ্রযাত্রা ধারাবাহিকভাবে ঘটছে।

অতিসম্প্রতি ইউক্রেনের উত্তরাঞ্চলের খারকিভ অঞ্চলে তারা আক্রমণ শুরু করেছে। যুদ্ধের মোড় ইউক্রেনের পক্ষে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য যে জাদুকরি সমাধান খোঁজা হচ্ছে, সেটা এখন পর্যন্ত ফলশূন্য। অনেক কালক্ষেপণের পর এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভায় ইউক্রেনের জন্য সহযোগিতা প্যাকেজ অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু এই সহযোগিতা ব্যবহার করে রাশিয়ার আক্রমণ রুখে দিতে আরও কয়েক মাস লেগে যাবে। ফলে এ সময়ের মধ্যে রুশরা ইউক্রেনের আরও ভূখণ্ড নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেবে।

পশ্চিমা দেশগুলো নানা রকম বিকল্প হাতে রেখে রাশিয়াকে বিরত রাখতে চায়। তারা রাশিয়াকে এই বার্তা দিতে চায় যে ইউক্রেনে বড় ধরনের হামলা চালালে তার বিপর্যয়কর পরিণতি ভোগ করতে হবে।

অন্যদিকে রাশিয়ানদের হিসাব হচ্ছে, দিন শেষে পশ্চিমের কাছে কিয়েভের চেয়ে মস্কোর গুরুত্ব বেশি।

এখন পর্যন্ত এই সংঘাতের দুটি পক্ষ, খেলার নিয়ম ঠিক করছে এবং যার যার দিক থেকে সতর্করেখা আঁকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা আশা করছে, প্রতিপক্ষ সেই বিপদরেখা অতিক্রম করবে না কিংবা অন্তত দ্বিধা করবে, সেটা অতিক্রম করতে। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের মহড়ার কথা বলে পুতিন এই সংঘাতের স্বাভাবিক যে সীমা সেটাকে ভেঙে দিয়েছেন। সব কটি না হলেও বেশির ভাগ ট্রাম্প কার্ড এখন খেলার টেবিলে। নতুন একটি সাম্যাবস্থা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ফলে একটি শান্তি আলোচনা আরও বাস্তব হয়ে উঠছে।

৯ মে পুতিন বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজে পশ্চিমাদের উদ্দেশে যুদ্ধংদেহী বক্তব্য দিয়েছেন। প্রধান পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তা তিনি মানবেন না। কিন্তু এসব কঠোর বাগাড়ম্বর ও হুমকি যখন চলছে, অন্তরালে তখন যুদ্ধ সমাপ্তির কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও চলছে।

লিওনিদ রাগোজিন লাটভিয়ার সাংবাদিক
আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

বর্ধমান মেঘনাথ সাহা প্ল্যানেটেরিয়াম আট মাস ধরে বন্ধ থাকায় হয়রানি

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেই পুরনো দিনেই। কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিক্স ডিপোজিট অন্যের নামে হয়ে যাচ্ছে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজাল্ট কেলেঙ্কারি সর্বজন বিদিত, অনেক অনেক সমস্যায় জর্জর গ্রস্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ।

৮ মাস ধরে বর্ধমানের ঐতিহ্য মেঘনাদ সাহা প্লানেটেরিয়াম বন্ধ এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হুঁশ নেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নাকে সরিষার তৈল দিয়ে দিবা নিদ্রায় আচ্ছন্ন। বর্ধমানের এত বড় ঐতিহ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মেঘনাথ সাহা প্লানেটেরিয়াম বন্ধ বর্ধমানবাসী মেনে নিতে পারছেন না। আট মাস ধরে এই বিষয়ে কোনো মিটিং না হওয়ায় এই মেশিন বন্ধ থাকার কারণে ধুলো জমে নষ্ট হতে বসেছে অনেক দামি দামি মেশিন। মেঘনাথ সাহা প্লানেটেরিয়াম ইনচার্জ নিলেন্দু ঘোষ বলেন ইসি না হওয়ায় এবং মেশিন খারাপ হওয়ার কারণ এবং তা মেরামত না হওয়ার কারণে আজ আট মাস ধরে বন্ধ ।আমাদেরও খুব খারাপ লাগছে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা এবং পর্যটকরা এ মেঘনাদ সাহা প্লানেটেরিয়ামে মহাকাশ ,তারা সহ ব্রহ্মাণ্ডের পরিবেশ দেখার জন্য ভিড় করে কিন্তু তারা নিরুৎসাহিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। ১২ জন শ্রমিকের বর্তমানে কোন কাজ নেই। তাদেরকে বসে বসে দিন কাটাতে হচ্ছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন হেলদোল দেখতে পাওয়া যায়নি । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কখন ঘুম ভাঙবে এ বিষয়ে কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না।

মেঘনাথ সাহা প্লানেটেরিয়ামের ইনচার্জ নিলেন্দু ঘোষ আশ্বস্ত করছেন খুব শীঘ্রই এর মেরামতির ব্যবস্থা হবে ।আসায় মরে চাষা দেখতে দেখতে আট মাস কেটে গেছে হয়তো দেখা যাবে ৮ বছরেও এর সমস্যা সমাধান হয়নি। এরপর যদি মেরামত হয় এবং আবার মেঘনাদ সাহা প্লানেটেরিয়াম কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ে গমগম করে তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজে নিজেই পিঠ চাপড়াবে।

উঃ দিনাজপুর জেলার মধ্যে আলিমে প্রথম সহ কৃতিদের সংবর্ধনা

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমোহনা পঞ্চায়েতের কান্তিরপা এন.কে.সিনিয়র মাদ্রাসার মাদ্রাস বোর্ডের পরীক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার। করণদিঘী ব্লকের কান্তিরপা এন কে সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র তৈয়ব আলাম ৯০০ নাম্বারের মধ্যে ৭৪৬ নম্বর অথার্ৎ ৮২.৮৮ শতাংশ পেয়ে কান্তিরপা এন. কে সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে আলিমে উত্তর দিনাজপুর জেলায় মাদ্রাসা বোর্ড থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এছাড়াও আবদুল আজিজ মাধ্যমিকে ৮১.৬৬ শতাংশ পেয়ে কান্তিরপা সিনিয়র মাদ্রাসার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ৮১ শতাংশ পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন সাবনাম সুরাইয়া। উচ্চ মাধ্যমিকে ৮৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে কান্তিরপা মাদ্রাসার মধ্যে প্রথম হন মোহাম্মদ সোহেল, ৮৩.৩৩ শতাংশ পেয়ে দ্বিতীয় হন রহিমা খাতুন, ৮২.৬৬ শতাংশ পেয়ে মুখলেসুর রহমান ও সোলেমা খাতুন যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। কান্তিরপা এন কে সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল মালেক বলেন, কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দিয়ে উৎসাহিত করা হল। যাতে মাদ্রাসা বোর্ডের ফলাফল আগামীদিনে আরও ভালো হয়। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করার প্রয়াস করা হবে। জেলায় প্রথম স্থান অধিকারী তৈয়ব আলাম জানান, আমার সাফল্যের পেছনে আমার শিক্ষক এবং পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। নিজের সফলতা নিয়ে আমি খুবই খুশি। এদিন উপস্থিত ছিলেন কান্তিরপা এন কে সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল মালেক, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী সেখ মুন্টু, সমাজসেবী মতিউর রহমান সহ সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকগণ।

কুমারগঞ্জে ডেঙ্গু দিবস

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: গোটা জেলার পাশাপাশি বৃহস্পতিবার কুমারগঞ্জে পালিত হল জাতীয় ডেঙ্গু দিবস। এদিন কুমারগঞ্জ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে ডেঙ্গু ও এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে মিছিল বের করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, কুমারগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস, কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌমিত্র সাহা,

ডেপুটি সিএমওএইচ-১ সুদীপ করার, সিডিপিও তপন বিশ্বাস, কুমারগঞ্জ থানার সাব-ইন্সপেক্টর বৃতিসুন্দর সাহা, রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিনতী দাস, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

কাঁথিতে রোড শো মমতার, হাত মেলালেন উৎসাহী জনতার সঙ্গে

আনোয়ার হোসেন ● কাঁথি

আপনজন: কাঁথিতে রোড শো করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার নামে কাঁথির অরবিন্দ স্টেডিয়ামে।তার পর তিনি জুনপুট মোড়ে গিয়ে মিছিলে যোগ দেন। দুপুর ৩টে থেকে প্রায় ঘন্টাখানেক মমতার রোড-শো হয়। পোস্ট অফিস মোড় থেকে চৌরঙ্গি হয়ে রূপশ্রী বাইপাসের দিকে মিছিলে পা মেলান হাজার হাজার কর্মী সমর্থক। সেখান থেকে মেচেদা বাইপাস ধরে দিঘাগামী সড়কে কিছুটা এগিয়ে মিছিল শেষ হয়।কাঁথি শহরে প্রথম বার রোড-শোয়ে যোগ দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। শহরের প্রধান রাস্তা জুড়ে তাঁর মিছিলে ছিল জনস্রোত। মুখ্যমন্ত্রীর এই মিছিলে হাজির ছিলেন ৯৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং একটি পুরসভার মানুষ।কাঁথি আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন পটাশপুরের বিধায়ক তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক। তাঁর সমর্থনে বৃহস্পতিবার মিছিলে পা মেলান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।পড়ন্ত বেলায় রোড শো কার্যত জনসমুদ্রের চেহারা নেয় কাঁথি। মিছিল যত এগিয়েছে কাতারে কাতারে মানুষ যোগ দিতে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তৃণমূল সভানেত্রীর সঙ্গে ছিলেন প্রার্থী উত্তম বারিক অখিল গিরি সহ তৃণমূলের শীর্ষ স্থানীয় নেতা-নেত্রীরা। রোড শোয়ের মাঝে একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়তে হয় মমতাকে। কখনও রাস্তার দুধারে দাঁড়ানো উৎসাহী জনতার সঙ্গে হাত মেলান। কখনও আবার কথা বলেন মহিলাদের সঙ্গে।দলের কোনও কোনও কর্মী-সমর্থক এসে তৃণমূল সুপ্রিমোর হাতে তুলে দেন ফুলের স্তবক। প্রবল গরমকে উপেক্ষা করে অগণিত জনতা অনুসরণ করেন তৃণমূল সভানেত্রীকে। বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষাভাষির মানুষ পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেন মমতার সঙ্গে। কারও হাতে দলীয় পতাকা। কারও হাতে ‘উই লাভ দিদি’ লেখা শো পিস। উৎসাহী সমর্থকদের হাত থেকে স্বামী বিবেকানন্দের ছবিও উপহার নেন মমতা।

মমতার রোড শো উপলক্ষে কাঁথিতে ছিল কড়া নিরাপত্তা। প্রার্থী উত্তম বারিক এক দিকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি। অন্য দিকে,পটাশপুরের বিধায়কও।এবারের লোকসভা ভোটে কাঁথিতে সেই উত্তমকেই লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করে উত্তমের কাঁধে ‘গুরু দায়িত্ব’ তুলে দিয়েছেন তিনি।

প্রচার মঞ্চ থেকে বিশ্বজিৎ দাসকে জয়ী করার ডাক চন্দ্রিমা, ঋতব্রতর

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন রাজ্যের মন্ত্রী ও তৃণমূলের মহিলা সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রাজ্য আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকে নির্বাচনী লড়াইয়ে জয়ী করতে শেষ মুহূর্তের প্রচারে রাজ্য পর্যায়ের তৃণমূল নেতৃত্বদের পাশাপাশি তারকা প্রচারকদের ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি নারায়ণ ঘোষের উদ্যোগে জোড়া জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। গাইঘাটা পশ্চিম ব্লক আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি অধির দাসের তত্বাবধানে কলাসীমা হাইস্কুল মাঠে এবং নীলদর্পণ ব্লক আইএনটিটিইউসি’র সভানেত্রী মনিকা হালদারের তত্বাবধানে পাটশিমুলিয়া এফ পি স্কুল পালপাড়া মাঠে নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয় । দুই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। এদিন কলাসীম স্কুল মাঠের জনসভা থেকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় সরকার, বনগাঁর বিদায়ী সংসদ শান্তনু ঠাকুর কে নিশানা করে কড়া সমালোচনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার দিকগুলিও তুলে ধরেন। আর এসবকিছুর অবসানের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। অন্যদিকে এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে আসছে। একশ দিনের কাজের টাকা থেকে শুরু করে আবাস যোজনার বাড়ি সবটাই ভোট প্রচারের ক্ষেত্রে তৃণমূলের কাছে বড় হাতিয়ার। এরই মাঝে বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে বনগাঁয় জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনসভা থেকে মমতা জানান, বনগাঁয় সীমান্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত ল্যান্ডপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের অধীনে নিয়ে আসায় এবং রাজ্য সরকার তার ট্যাক্স নেওয়ায় বনগাঁ পুরসভার তরফে ল্যান্ডপোর্টের তরফে যুক্ত ৪০-৫০ হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েন । মমতা জানিয়েছেন, বিশ্বজিৎ যদি জেতে তবে আমি, বিশ্বজিৎ, সবাই একসঙ্গে বসে একটা সিদ্ধান্ত নেব । যাতে ওদিকটাও ঠিক থাকে । আর গরীব মানুষগুলোরও কর্মসংস্থান হয় । এ দিন সে কথা আবারও একবার স্মরণ করিয়ে দেন রাজ্য আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের অধীনে অসংগঠিত ক্ষেত্রে ৩৪টি ট্রেড ইউনিয়নের প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিক রয়েছে, ফলে লোকসভা নির্বাচনে শ্রমিক ভোট বড় ফ্যাক্টর।

সাঁইথিয়ায় এনএসকিউএফ বৃত্তিমূলক শিক্ষকদের জেলা সম্মেলন

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ এনএসকিউএফ (ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক) শিক্ষক পরিবার সংগঠনের বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সাঁইথিয়া দাস ভবনে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সম্মেলনে জেলার ৫২ জন শিক্ষক, শিক্ষিকা সহ রাজ্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত “ভোকেশনালাইজেশন অফ স্কুল এডুকেশনে” ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রকল্পে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত ১৬ টি (যেমন : ইনফরমেশন টেকনোলজি, ফুড প্রসেসিং, অ্যাপারেল, প্লাম্বিং, রিটেল, হেল্থ কেয়ার ইত্যাদি) স্থায়ী বিষয়ে রাজ্যের ১৬১১ টি বিদ্যালয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে হাতে কলমে শিক্ষার পঠন পাঠন শুরু হয়।

বীরভূমে ৭৫ টি বিদ্যালয়ে চলছে। রাজ্যে ২০১৩ সাল থেকে ছাত্র ছাত্রীদের চাকুরীর উপযোগী করে তুলতে এবং স্বনির্ভর করে তুলতে এই ধরনের বিষয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।

মাধ্যমিকে ঐচ্ছিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মূল পাঁচটি বিষয়ের সঙ্গে এই বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়গুলি স্থায়ী বিষয় হলেও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা দ্বারা অস্থায়ীভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে এবং অস্থায়ীভাবে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। মূলত এই বৃত্তিমূলক বিষয়গুলিতে প্রয়োজনীয় ল্যাব পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ। এমনকি ছাত্র ছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তক থেকেও বঞ্চিত, বহুবার দপ্তরকে জানানো সত্ত্বেও সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ করছেন। এমনকি ১১ বছর কাজ করার পরেও উল্টে বেতন কমে গেছে। বেসরকারী সংস্থাগুলো অনৈতিকভাবে বেতন কেটে নেয় এবং অনিয়মিতভাবে বেতন দেয় বলে অভিযোগ। জেলা সম্মেলনে এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা সরাসরি সরকার দ্বারা পরিচালনা করার দাবী ওঠে। সম্মেলনে নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়, জেলা আহ্বায়ক বামদেব দত্ত, জেলা সভাপতি আব্দুস সাত্তার, জেলা সম্পাদক মহ: মুনিমের নাম ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ এনএসকিউএফ শিক্ষক পরিবারের রাজ্য সম্পাদক শুভদীপ ভৌমিক বলেন “ কর্মরত শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ , বেতন কাঠামো নির্ধারণ, বেতন বৃদ্ধি এবং মহিলাদের মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা সহ অবিলম্বে এই শিক্ষা ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে”।

বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ চুরিতে অভিযুক্ত, দাবি তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনো অধিকার নেই সুভাষ সরকারের। চাইলে স্ক্রুটিনির দিনই আমি তাঁকে লাথ মেরে ফেলে দিতে পারতাম। ২০০৫ সালে বাঁকুড়া জেলা আদালতের একটি বিদ্যুৎ চুরির মামলার প্রসঙ্গ টেনে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বাঁকুড়া লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী।

বাঁকুড়ার তালডাংরার একটি সভা থেকে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, আমি দয়া করে তাঁকে প্রতিদ্বন্দিতা করতে দিয়েছি। আমি দয়া করে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিয়েছি। আমি চাইলে স্ক্রুটিনির দিনই তাঁকে লাথ মেরে ফেলে দিতে পারতাম।

একই সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে কয়লা কারবারে যুক্ত থাকার বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন অরূপ চক্রবর্তী।

মঙ্গলবার বাঁকুড়ার তালডাংরায় বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের সমর্থনে সভা করতে গিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সুভাষ সরকারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তুলে ধরে প্রতিদ্বন্দ্বী অরূপ চক্রবর্তীকে কয়লা চক্রবর্তী বলে কটাক্ষ করেছিলেন। বুধবার সেই সভারই পাল্টা সভা করে তৃণমূল।

সেই সভা থেকে বাঁকুড়ার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী পাল্টা সুভাষ সরকার ও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে একহাত নেন। অরূপ চক্রবর্তী ২০০৫ সালে একটি বিদ্যুৎ চুরির মামলার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ২০০৫ সালে তৎকালীন বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে বাঁকুড়া আদালতে একটি মামলা হয়। সেই মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন সুভাষ সরকার ও তাঁর ভাই। পরে তাঁরা জামিন নেন। তাই অরূপ চক্রবর্তীর দাবি কোনো মামলার আসামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না। অরূপ চক্রবর্তীর এই মন্তব্যকে গুরুত্বই দিতে চাননি বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার। তাঁর দাবি তৃণমূল প্রার্থী সব অবান্তর ও মিথ্যা কথা বলছেন।

বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দেবে না মানুষ: ফিরহাদ

ইসরাফিল বৈদ্য ● বসিরহাট

আপনজন: উন্নয়নকে হাতিয়ার করে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে বলে মন্তব্য করলেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক জনাব ফিরহাদ হাকিম।

বৃহস্পতিবার তীব্র গরম উপেক্ষা করে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নূরুল ইসলাম এর সমর্থনে হিঙ্গলগঞ্জের জনসভা থেকে সাম্প্রদায়িক দল বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে ফিরহাদ বলেন, বাংলার শান্তিপ্রিয় মানুষ কখনই বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দেবে না। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সন্দেশখালির মানুষ প্রমাণ করছে গণতন্ত্রের পিঠস্থান বাংলা। বিজেপি যেভাবে বাংলার মানুষ কে বঞ্চিত করে রেখে তা ধরে ফেলেছে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। বিজেপি যতই লাফালাফি করুক অশ্বডিম্ব ছাড়া আর কিছু পাবে না।

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নূরুল ইসলাম বসিরহাট বাসীর কাছে ভোটটা ঋণ হিসেবে চেয়েছেন। তিনি বলেন বিগত দিনের ন্যায় এবারও মানুষের পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর আমরা। চক্রান্তকারীরা কোনমতেই মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেরে উঠবে না পেরে অসৎ উপায় অবলম্বন করেছে।

এছাড়া এদিন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্রী বিশ্বজিৎ দাস এর সমর্থনে বকে কর্মীসভায় ফিরহদ হাকিম বলেন মতুয়াদের ঠকিয়ে, ভুল বুঝিয়ে দমিয়ে রাখা যাবে না এবার জোড়াফুল ফুটবে বনগাঁ লোকসভা এলাকায়।এদিন অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা নেত্রী প্রিয়দর্শিনী হাকিম, বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের দায়িত্বশীল উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ন গোস্বামী, বসিরহাট নির্বাচনী কোর কমিটির অন্যতম সদস্য তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, বীনা মন্ডল,বিধায়ক দেবেশ মন্ডল, রফিকুল ইসলাম, ডাঃ সপ্তর্ষী ব্যানার্জী, আমিরুল ইসলাম, সহিদুল ইসলাম, এসকেন্দার গাজী প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রেলের বিরুদ্ধে খামখেয়ালিপনা করার অভিযোগ যাত্রীদের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন:.দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বিরুদ্ধে খামখেয়ালিপনার অভিযোগ তুললেন যাত্রীরা। হাওড়ার বদলে সাঁতরাগাছিতেই নামানো হল যাত্রীদের। এর জেরে রাতে বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। জানা গেছে, ডাউন পুনে হাওড়া আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস হাওড়া আসার কথা থাকলেও সাঁতরাগাছি স্টেশনেই ট্রেন থামিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। একদিকে প্রায় দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ট্রেন লেটে চলার পর গতকাল রাত ১১টার পর সাঁতরাগাছিতে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দিলে সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। রাতে সাঁতরাগাছি থেকে ট্যাক্সি ও বাস না পেয়ে সমস্যায় পড়েন তাঁরা। রেলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভপ্রকাশ করেন যাত্রীরা। তাঁদের অভিযোগ সাঁতরাগাছিতে তাঁদের নামানো হবে কোনও খবর তাঁরা জানতেন না।

গ্রাম্য বিবাদ মেটাতে গিয়ে রক্তাক্ত পুলিশ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে ঝামেলা। বীরভূম জেলায় মল্লারপুর থানার অন্তর্গত পাথাই গ্রামে গিয়ে । গ্রামবাসীদের রোষের মুখে পুলিশ। এমনকি বাঁশ ও লাঠি নিয়ে চড়াও হয়ে প্রায় ৭ জন পুলিশ কর্মীকে মেরে রক্তাক্ত করে দিলেন গ্রামবাসীরা । যাদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই সাতজন পুলিশ কর্মীর মধ্যে রয়েছেন তিনজন অফিসার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে এই গ্রামে উত্তেজনা তৈরি হয়। মারধর করা হয় এক যুবককে । তার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছায় মল্লারপুর থানার পুলিশ। আর তখনই উত্তপ্ত গ্রামবাসীরা লাঠি বাঁশ নিয়ে চড়াও হয় পুলিশ কর্মীদের ওপর। কোনক্রমে সেখান থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় পালিয়ে বাচেন পুলিশ কর্মীরা । ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে কেন হঠাৎ গ্রামবাসীরা পুলিশের উপর চড়াও হল তা এখনো জানা যায়নি । আহত পুলিশ কর্মীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে মল্লারপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ।

***আপনজন:** থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্তসঙ্কট কাটাতে কুমারগঞ্জে কর্মতীর্থ ভবনে রক্ত দিচ্ছেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস।*

বাংলাদেশে পুরস্কৃত কবি নুরুল হুদা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: সম্প্রতি বাংলাদেশের চট্টোগ্রাম ও সিলেট থেকে পুরস্কৃত ও সংবর্ধিত হলেন কবি ও লেখক সেখ নুরুল হুদা। চট্টগ্রামের অনুষ্ঠানে লেখক ও গবেষক হিসাবে কবি সেখ নুরুল হুদাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অবস্থিত বিশ্ব মুসলমান ইতিহাস সংঘ। এ দিন বিকালে চট্টগ্রামের কবিতাঙ্গনের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও আন্তর্জাতিক গুণিজন সংবর্ধনা সভা ২০২৪ এ সাহিত্যে অবদানের জন্য কবি ও ইতিহাসবিদ হিসাবে সেখ নুরুল হুদাকে কবি ও গুণিজন সম্মাননা স্মারকে ভূষিত করা হয়। পরের দিন সিলেটে ইউ এস এ বাংলা আন্তর্জাতিক সাহিত্য ফোরামের আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন, সাহিত্য পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কবি ও গবেষক হিসাবে সেখ নুরুল হুদাকে তার রচিত “স্বনির্বাচিত কবিতা” গ্রন্থের জন্য রূপ্য পদক প্রদান করা হয়। তার পরের দিন সিলেটে বিশ্ববাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ কর্তৃক গুণিজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কবি ও গবেষক হিসাবে সেখ নুরুল হুদাকে সংবর্ধিত করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম একাডেমি মিলনায়তনে বিশ্ব মুসলমান ইতিহাস সংঘের আয়োজনে কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কবি সেখ নুরুল হুদাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে গবেষক মাওলানা জহুরুল আনোয়ার সাহেবের সভাপতিত্বে কবি সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ব মুসলমান ইতিহাস সংঘের প্রেসিডেন্ট লেখক লায়ন শওকত আলী নূর।

জার্মানির ইউরোর দলে নেই নাব্রি, হুমেলস

আপনজন ডেস্ক: ইলকায় গুনদোয়ানকে অধিনায়ক করে ইউরো ২০২৪-এর দল ঘোষণা করেছে জার্মানি। দলে জায়গা হয়নি বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে তোলার অন্যতম নায়ক ম্যাটস হুমেলসের। নেই সার্জ নাব্রি, লিওন গোরেৎসকা, টিমো ভেরনার, নিকলাস সুলেরাও। আজ জার্মানি জাতীয় দলের কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান ২৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেন।

এবারের ইউরোতে প্রতিটি দল ২৬ জনের স্কোয়াড রাখতে পারবে। জার্মানির ঘোষিত দল থেকে ৭ জুনের মধ্যে একজন বাদ পড়বেন। আগামী ১৪ জুন শুরু হতে যাওয়া এবারের ইউরো হবে জার্মানিতেই।

জার্মানির ইউরো দলে সুযোগ না পাওয়া ভেরনার ২০২৩ সালের পর জাতীয় দলে খেলেছেনই মাত্র ২ ম্যাচ। ২৮ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড ধারে থাকা টটেনহামের হয়েও খুব একটা ছন্দে নেই। ডর্টমুন্ডে খেলা ডিফেন্ডার সুলেও তাঁর সাম্প্রতিক বাজে পারফরম্যান্সের কারণে জাতীয় দলে জায়গা করতে পারেননি। তবে ৩৫ বছর বয়সী হুমেলস নিজেকে দুর্ভাগা ভাবতে পারেন। ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী দলে থাকা এই ডিফেন্ডার চলতি মৌসুমে ডর্টমুন্ডের হয়ে ভালো খেলছেন। আগামী ১ জুন রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল খেলবে তাঁর দল। জার্মানি দলে নেই বায়ার্ন মিউনিখের লিওন গোরেৎসকাও।

ইউরোর দলে না থাকাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগা অবশ্য নাব্রি। ছন্দে থাকা বায়ার্ন মিউনিখের এই ফরোয়ার্ড উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে চোটে পড়েন। চলতি মৌসুমে তাঁর আর মাঠে নামা হচ্ছে না। নাব্রি ফিট থাকলে অবশ্যই ইউরোয় খেলতেন জানিয়ে জার্মানি কোচ হুমেলস ও গোরেৎসকাকে বাদ দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'তাদের দুজনের সঙ্গেই আমার লম্বা আলাপ হয়েছে। ওরা দুজনই হতাশ, আর সেটা বোধগম্যও। দিন শেষে আমাকে দলের চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। জাতীয় দলে থাকার জন্য সবই করেছে তারা। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি. কী কারণে তাদের রাখা যাচ্ছে না।'

এঁরা না থাকলেও নাগলসমানের দলে আছেন ৩৪ বছর বয়সী রিয়াল মাদ্রিদের মিডফিল্ডার টনি ক্রুস।

ইউরো শুরুর আগে ইউক্রেন ও গ্রীসের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে জার্মানি। ১৪ জুন ইউরোর উদ্বোধনী দিনে জার্মানি খেলবে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। গ্রুপে তাদের অপর দুই প্রতিপক্ষ হাঙ্গেরি (১৯ জুন) ও সুইজারল্যান্ড (২৩ জুন)।

জার্মানির ইউরো ২০২৪-এর প্রাথমিক দল:

গোলকিপার: অলিভার বাউমান, ম্যানুয়েল নয়্যার, আলেক্সান্ডার নুবেল, মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন।

ডিফেন্ডার: ভালদেমার অ্যান্টন, বেঞ্জামিন হেনরিকস, জশুয়া কিমিখ, রবিন কচ, ম্যাক্সিমিলিয়ান মিটেলস্টাড, ডেভিড রাউম, আন্তোনিও রুডিগার, নিকো শ্লটারবেক, জোনাথান টাহ।

মিডফিল্ডার: রবার্ট আনড্রিখ, ক্রিস ফুরিখ, পাসকাল গ্রো, ইকলায় গুনদোয়ান, টনি ক্রুস, জামাল মুসিয়ালা, আলেক্সান্দার পাভলোভিচ, লেরয় সানে, ফ্লোরিয়ান ভার্টজ।

ফরোয়ার্ড: ম্যাক্সিমিলিয়ান বেইয়ের, নিকলাস ফুলক্রুগ, কাই হাভার্টজ, টমাস মুলার ও ডেনিস উনদাব।

মাত্র একজন কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান? দক্ষিণ আফ্রিকার এই বিশ্বকাপ স্কোয়াড 'অগ্রহণযোগ্য'

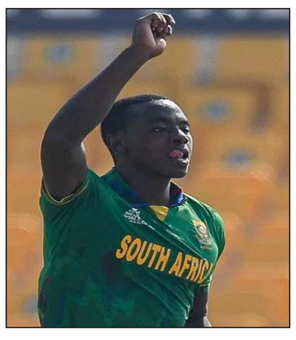

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা দল ঘোষণা করেছে গত ৩০ এপ্রিল। ১৫ সদস্যের এই দলে একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান পেসার কাগিসো রাবাদা। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার একাদশ সাজানোর নিয়ম অনুসারে, অন্তত দুজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটার রাখতে হবে। তবে এবারের বিশ্বকাপে নিয়মটি মানার সুযোগ নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রীড়ামন্ত্রী ফিকিলে এমবালুলা দল নিয়ে তাই প্রশ্ন তুলেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড ও আইসিসির সাবেক প্রেসিডেন্ট রে মালি এই দলকে বলছেন 'অগ্রহণযোগ্য'। একাদশ সাজানোর ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ ও মিশ্রবর্ণের খেলোয়াড়দের উপস্থিতি নিশ্চিতের জন্য অলিখিত একটি নিয়ম মানতেন দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচকেরা। ২০১৬ সাল থেকে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ) বিষয়টিকে লিখিত নিয়মের আওতায় নিয়ে আসে। সেই নিয়ম অনুসারে দলে ছয়জন মিশ্রবর্ণের ক্রিকেটার থাকবেন, যার মধ্যে দুজনকে হতে হবে কৃষ্ণাঙ্গ। বাকি পাঁচ ক্রিকেটার হবেন শ্বেতাঙ্গ। এ নিয়ম প্রতি ম্যাচে নির্বাচকেরা মানতে বাধ্য থাকবেন না। নিয়মের হিসাব হবে প্রতি মৌসুম শেষে। অর্থাৎ কোনো ম্যাচে যদি লক্ষ্য পূরণ করা না যায়, তাহলে অন্য ম্যাচে সেটা পুষিয়ে দেওয়া যাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে মিশ্রবর্ণের ক্রিকেটার আছেন ৬ জন—কাগিসো রাবাদা, রিজা হেনড্রিকস, বিয়র্ন ফোরটুইন, কেশব মহারাজ, তাব্রেইজ শামসি, ওটনিল বার্টম্যান। এর মধ্যে রাবাদাই শুধু কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান। রিজার্ভ হিসেবে আছেন আরেক কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান লুঙ্গি এনগিডি। অর্থাৎ একাদশে দুই কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান খেলার কোনো সুযোগ নেই। এই দল নিয়ে সাবেক ক্রীড়ামন্ত্রী ফিকিলে এমবালুলা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক্সে হতাশা প্রকাশ করেছেন। যেটিকে এত দিন চলে আসা রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রাপ্তি থেকে পেছনে হাঁটা বলে অভিহিত করেছেন এমবালুলা। ব্যাপারটা জাতীয় ক্রিকেট দলে সব দক্ষিণ আফ্রিকানের প্রতিনিধিত্ব করে না বলেও মন্তব্য করেছেন এমবালুলা। সাবেক আইসিসির প্রধান রে মালি তো এমন দলকে মেনেই নিতে পারছেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার সম্প্রচারক সংস্থা এসএবিসি স্পোর্টকে বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি, অনেক কিছুই অর্জন হয়েছে। কিন্তু ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আমরা পেছনের দিকে গিয়েছি। সামনে যাওয়ার বদলে আমার পেছনের দিকে গিয়েছি। আমি বুঝতে পারছি না এই সময়ে কেন দক্ষিণ আফ্রিকা দলে বেশিসংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড় নেই?'

কুয়েতের বিপক্ষে খেলেই ভারতের জার্সি তুলে রাখবেন সুনীল ছেত্রী

আপনজন ডেস্ক: আগামী ৬ জুন কুয়েতের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলবে ভারত। এই ম্যাচ খেলেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেবেন ভারতের কিংবদন্তি স্ট্রাইকার সুনীল ছেত্রী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিও বার্তায় আজ এ কথা বলেছেন ভারত জাতীয় ফুটবল দলের এই অধিনায়ক।

২০০৫ সালের ১২ জুন পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের হয়ে অভিষেক ম্যাচেই গোল করেছিলেন ছেত্রী। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে কুয়েতের বিপক্ষে খেলবেন ৩৯ বছর বয়সী এ তারকা। সল্ট লেক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি।

ভিডিও বার্তায় ছেত্রী বলেছেন, 'এটাই হবে শেষ ম্যাচ—সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর তা পরিবারকে জানিয়েছি। বাবা স্বাভাবিক ছিলেন। আমার স্ত্রী একটু অদ্ভুত আচরণ করেছে। তাকে বলেছি, "তুমি সব সময় বলতে অনেক বেশি ম্যাচ, চাপ অনেক বেশি। এখন আমি তোমাকে বলছি, এই ম্যাচের পর আর দেশের হয়ে খেলব না।" চোখটা কেন ভিজে এসেছিল, সেটা তারাও (পরিবারের সদস্য) বলতে পারেনি। ব্যাপারটা এমন নয় যে ক্লান্ত লাগছিল কিংবা অন্য কোনো কারণ আছে। নিজের সহজাত চিন্তাভাবনাই বলেছে, এটাই শেষ ম্যাচ হওয়া উচিত। এটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। তারপর সিদ্ধান্তটি নিয়েছি।'

ছেত্রী এরপর আরও বলেছেন, 'এটার (অবসর ঘোষণা) পর কি খারাপ লাগবে? অবশ্যই! প্রতিদিনই কি এটা ভেবে খারাপ লাগে? অবশ্যই...কারণ আমার ভেতরে যে শিশুটি বসবাস করে, সে দেশের হয়ে একটি ম্যাচও ছাড়তে চায় না। আমি আসলে স্বপ্নের ভেতর দিয়েই গিয়েছি। দেশের হয়ে খেলার চেয়ে বড় আর কিছু হয় না। সেই শিশুটি তাই সব সময় লড়াই করেছে। কিন্তু পরিণত মন বুঝেছে, এটাই সময়! এটা মোটেও সহজ ছিল না।'

ছেত্রী এরপর নিজের জনপ্রিয়তা নিয়েও কথা বলেছেন, 'আমি বিতর্কিত কিছু বলতে চাই। আমার মনে হয় না আমার চেনাজানার মধ্যে কোনো খেলোয়াড় এই দেশের ভক্তদের কাছ থেকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসা, স্নেহ ও সমর্থন পেয়েছেন। লোকে বেশির ভাগ সময় সর্বোচ্চ স্কোরার কিংবা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলে। কিন্তু আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ও স্নেহ আমিই পেয়েছি। এখন আমাদের দেশকে আরেকটি নাম্বার নাইন খুঁজে বের করতে হবে।'

বর্তমানে খেলে চলছেন—এমন ফুটবলারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক ফুটবলে তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা ছেত্রী। ভারতের হয়ে ১৫০ ম্যাচে ৯৪ গোল করেছেন। ২০৬ ম্যাচে ১২৮ গোল নিয়ে শীর্ষে পর্তুগাল কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ১৮০ ম্যাচে ১০৬ গোল নিয়ে দুইয়ে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি লিওনেল মেসি।

ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডও ছেত্রীর। জাতীয় দলের হয়ে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন চারবার। ২০০৮ সালে জিতেছেন এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ। ২০১৮ ও ২০২৩ সালে জিতেছেন ইন্টারকনটিনেন্টাল কাপ।

ক্রিকেট ছাড়লে অনেক দিনের জন্য আড়ালে চলে যাবেন কোহলি

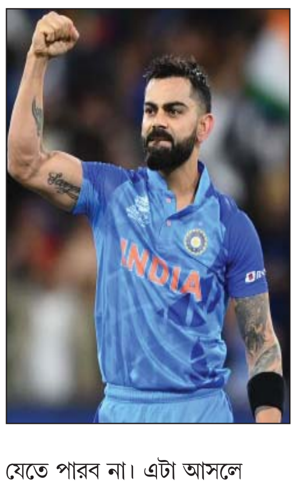

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেট বলুন আর যেকোনো কাজেই বলুন, সব সময় কি নিজের সেরাটা দেওয়া যায়? বোধ হয় না। ক্লান্তি ছাড়াও আরও অনেক বিষয় ভর করতে পারে। তবে ভারতীয় ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলির ক্রিকেট ক্যারিয়ারে সম্ভবত ক্লান্তি বলে কিছু নেই!

দিনে দিনে নিজের সেরাটা দেওয়ার তাড়না তাঁর আরও বেড়েই চলছে। নিশ্চিত হেরে যাওয়া ম্যাচেও কোহলির গা ছাড়া ভাব এসেছে—এমন উদাহরণ নেই বললেই চলে। কীভাবে সব সময় নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেন কোহলি? কোহলির আইপিএল দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর 'এক্স' অ্যাকাউন্ট থেকে প্রকাশিত এক ভিডিওতে ভারতীয় কিংবদন্তি এ নিয়ে কথা বলেছেন। প্রতি ম্যাচে নিজের সেরাটা দেওয়ার তাড়না কোথায় পান—এই প্রশ্নে কোহলি বলেছেন, 'বিষয়টা সহজ। খেলোয়াড় হিসেবে আমাদের ক্যারিয়ারের শেষ আছে। এটা ভেবে ক্যারিয়ার শেষ করতে চাই না—ওহ! ওই দিন যদি ওটা করতাম! কারণ, সারা জীবন তো খেলে যেতে পারব না। এটা আসলে অসমাপ্ত কাজ রেখে না যাওয়ার বিষয়, পরে অনুশোচনায় না ভোগার বিষয়, যেটা আমি নিশ্চিত, ভুগব না।'

২০০৮ সালে কোহলির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক। না চাইলেও এখন কোহলির অবসরের কথা উঠতেই পারে। অবসরের পর তিনি কী করবেন, সেটাও হয়তো কেউ কেউ জানতে চাইবেন। কোহলি জানিয়ে রেখেছেন, একবার খেলা ছাড়লে অনেক দিন তাঁকে ক্রিকেটে পাওয়া যাবে না, 'যত দিন খেলব নিজের সবটাই দিয়ে যাব, কিন্তু যখন খেলাটা শেষ করব, তখন চলে যাব, আপনারা আমাকে অনেক দিনের জন্য দেখবেন না (হাসি)।'

চলতি আইপিএল মৌসুমেও ব্যাট হাতে কোহলি অনেক সমালোচককে চুপ করিয়ে দিয়েছেন। এবারের আইপিএলে ১৩ ইনিংস ব্যাটিং করে রান করেছেন ৬৬১—গড় ৬৬.১০। সবচেয়ে যেটা চোখে পড়ার মতো, সেটা তাঁর স্ট্রাইক রেট—১৫৫.১৬। ছক্কা মেরেছেন ৩৩টি, এর চেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছেন শুধু কলকাতার সুনীল নারাইন (৩২) ও হায়দরাবাদের অভিষেক শর্মা (৩৫)।

সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এটাই কোহলির শেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হতে পারে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। ২৫ ইনিংসে তাঁর রান ১১৪১। গড় তো অবিশ্বাস্য—৮১.৫০, স্ট্রাইক রেট ১৩১.৩০। হয়েছেন দুবার টুর্নামেন্ট-সেরা। এবারও কোহলি নিঃসন্দেহে দারুণ কিছু করতে চাইবেন।

বিশ্বকাপে তবু বোল্টের ফেবারিট ওয়েস্ট ইন্ডিজ

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের একাধিক শিরোপা জেতা প্রথম দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০১২ ও ২০১৬ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা। তবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও ক্যারিবীয় সুদিন যেন দূর অতীত। সর্বশেষ দুই আসর মিলিয়ে দলটি জিতেছে মাত্র দুটি ম্যাচ। এরপরও সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকেই এবার ফেবারিট মানছেন উসাইন বোল্ট।

বিশ্বের দ্রুততম মানব বোল্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে যৌথভাবে হতে যাওয়া টুর্নামেন্টটির শুভেচ্ছাদূত। নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উদ্বোধনের সময় এ জ্যামাইকান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলগুলোর সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি সব সময়ই আমার ঘরের দলের পক্ষে।' সেটি হওয়া স্বাভাবিকই। তবে শুধুই নিজেদের দল বলে নয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এগিয়ে রাখার পেছনে আরেকটি কারণের কথাও বলেছেন অলিম্পিকে ৮টি সোনাজয়ী স্প্রিন্টার, 'আমাদের বড় হিটার আছে কয়েকজন। যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তাহলে অবশ্যই ওয়েস্ট ইন্ডিজ (জিতবে)।'

বোল্ট কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটের সম্ভাবনা প্রসঙ্গেও। দেশটিতে এবারই প্রথম ক্রিকেটের বৈশ্বিক এমন কোনো টুর্নামেন্ট হচ্ছে। এমনিতে বেসবল, বাস্কেটবল, আইস হকি ও আমেরিকান ফুটবলের মতো খেলারই দাপট সেখানে।

বোল্টের আশা, ক্রিকেটের প্রসারও হবে, 'ক্রিকেটে যে রোমাঞ্চ থাকে, যে ভাব আর উত্তেজনা—দারুণ। এমন কিছু এর আগে কখনো দেখেননি আপনি।'

এমনিতে ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটভক্ত বোল্ট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা ক্রিস গেইল তাঁর বন্ধুও। বিশ্বকাপের শুভেচ্ছাদূত হতে পেরে বোল্টের উচ্ছ্বাসও টের পাওয়া গেছে আরেকবার, 'আবার ক্রিকেটের অংশ হওয়ার আরেকটি সুযোগ পেলাম অবশেষে। আমি খুশি। যে খেলাটিকে ভালোবাসি, সেটির প্রসারের একটা অংশ হওয়ার সুযোগ পেয়ে।'

স্যামসনকে গম্ভীর, 'এখন আর নতুন নও, ভারতকে ম্যাচ জেতাও'

আপনজন ডেস্ক: প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর অভিষেক ২০১১ সালে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আবির্ভাব ২০১৫ সালে, হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে। সেই হিসেবে সঞ্জু স্যামসনের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার প্রায় এক দশকের। ১০ বছরের ক্যারিয়ারে এবারই প্রথম ভারতের কোনো বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন স্যামসন। বছরের পর বছর সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফর্ম করে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়া স্যামসনের কাছে ভারতের সাবেক ক্রিকেটারদের চাওয়া কী?

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা স্যামসনের জন্য ভারত দলে জায়গা ধরে রাখার লড়াই। ভালো পারফর্ম করে হয় দলে জায়গাটা পাকা করে নাও অথবা হারিয়ে যাও—পরিস্থিতি যখন এ রকম, স্যামসনকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান গৌতম গম্ভীর। আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক স্যামসনকে নিয়ে গম্ভীর কথা বলেছেন ভারতের সংবাদমাধ্যম স্পোর্টসকীড়ায়। গম্ভীর সেখানে স্যামসনকে উদ্দেশ করে বলেছেন, 'এখন তোমাকে বিশ্বকাপ দলে নেওয়া হয়েছে, তুমি সেই সুযোগ পেয়েছ—ভারতকে ম্যাচ জেতাতে শুরু করো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা তোমার আছে। তুমি যে আরও অপেক্ষা করবে, সে রকম নতুন নও।' আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক দশক হয়ে গেলেও ভারতের হয়ে স্যামসন এখন পর্যন্ত ১৬টি ওয়ানডে ও ২৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। ওয়ানডেতে একটি সেঞ্চুরি ও তিনটি ফিফটিসহ ৫৬.৬৬ গড়ে করেছেন ৫১০ রান। আর টি-টোয়েন্টিতে একটি ফিফটিসহ ১৮.৭০ গড় ও ১৩৩ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ৩৭৪ রান। এবারের আইপিএলে ২৯ বছর বয়সী স্যামসন দারুণ ছন্দে আছেন। রাজস্থানের শেষ চারে থাকা নিশ্চিত করে ফেলায় তাঁর আছে বড় ভূমিকা। ১৩ ইনিংসে ৫৬ গড় আর ১৫৬.৫২ স্ট্রাইক রেটে ৫টি ফিফটিসহ করেছেন ৫০৪ রান। আইপিএলের এ পারফরম্যান্সটা স্যামসন বিশ্বকাপে টেনে নেবেন, গম্ভীরের আশা এমন, 'তুমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বাদ পেয়েছ এবং এবারের আইপিএলে ভালো করেছ। এখন বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পেয়েছ। তাই আশা করি বিশ্বকে সঞ্জু দেখাবে, এই পর্যায়ে তার কী করার সামর্থ্য আছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, বিশ্বকাপের এই মঞ্চে যখন তুমি নিজেকে মেলে ধরবে, পুরো বিশ্ব সেটা দেখবে এবং মনে রাখবে।'

'নাটকপ্রিয়' ধোনি আরও বছর দুয়েক খেলবেন, আশা হাসির

আপনজন ডেস্ক: কদিন পরই ৪৩ পূর্ণ করতে চলা মহেন্দ্র সিং ধোনিকে আরও বছর দুয়েক খেলে যেতে বলছেন মাইকেল হাসি। তবে এ ব্যাপারে ধোনি তেমন কিছু বলেননি বলেও জানিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংসের ব্যাটিং কোচ। সর্বশেষ আইপিএলের ফাইনালের পর পুরস্কার বিতরণীতে অন্যতম আগ্রহের বিষয় ছিল এটি—ধোনি তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ঘোষণা দেন। তবে গুজরাট টাইটানসকে হারিয়ে শিরোপা জেতার পর ধোনি বলেছিলেন, আরও একটা মৌসুম খেলতে চান তিনি। সেটি হবে 'চেন্নাই সমর্থকদের প্রতি তাঁর উপহার'। এবারের মৌসুমে আবার আসছে প্রশ্নটি, এবারই কি তাহলে শেষ ধোনির? যে মাঠেই হোক না কেন, ধোনি ব্যাটিংয়ে নামলে দর্শকদের উল্লাস ছাপিয়ে যাচ্ছে সবকিছুকে। ৪২ পেরোনো ধোনিকে শেষবারের মতো খেলতে দেখা যাচ্ছে কি না, স্বাভাবিকভাবেই দর্শকদের মধ্যে এমন ব্যাপারও কাজ করছে। পরের বছর ধোনিকে আর দেখা যাবে কি না, ইএসপিএনের 'অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট শো' নামের এক অনুষ্ঠানে এমন প্রশ্নের জবাবে হাসি বলেন, 'আমি আসলে এখন শুধু আপনাদের মতোই অনুমান করতে পারি। সে এসব ব্যাপারে একেবারেই খোলাখুলি নয়। আমরা আশা করছি, সে খেলা চালিয়ে যাবে।' কেন এমন মনে করছেন, সেটি একসময় ধোনির অধিনায়কত্বে খেলা হাসি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'সে এখনো দারুণ ব্যাটিং করছে। সে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেয়, ক্যাম্পে অনেক আগে যায়, অনেক বল খেলে। পুরো মৌসুমেই আসলে ছন্দে আছে। আমাদের শুধু তার শারীরিক ব্যাপারটিতে খেয়াল রাখতে হয়।

মেসির না খেলার কারণ জানালেন মার্তিনো

আপনজন ডেস্ক: মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) আজ অরল্যান্ডোর সিটির বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে ইন্টার মায়ামি। হাঁটুতে চোট পাওয়ায় ম্যাচটি খেলতে পারেননি মায়ামির আর্জেন্টাইন তারকা ও অধিনায়ক লিওনেল মেসি। ম্যাচ শেষে মেসির অনুপস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো। মেসি অরল্যান্ডোর সিটির বিপক্ষে নাও খেলতে পারেন—সংবাদমাধ্যম ম্যাচের আগেই জানিয়েছিল। বেঞ্চেও তাঁকে রাখেননি মার্তিনো। গত রোববার মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে ম্যাচে জর্জ ক্যাম্পবেলের কড়া ট্যাকলের শিকার হন মেসি। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে কিছুক্ষণ মাঠের বাইরে ছিলেন। পরে ফিরে এসেছিলেন। মায়ামির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, মেসির চোট তেমন গুরুতর কিছু না। অনুশীলনও বাদ দেননি। তবে মায়ামি তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। সংবাদ সম্মেলনে মার্তিনো বলেছেন, 'সে অস্বস্তিতে ছিল। চিকিৎসকদের বেঁধে দেওয়া সূচির ভিত্তিতে সে নিয়মিত অনুশীলন করেছে। আগের ম্যাচে হাঁটুতে ব্যথা পাওয়ায় একটু অস্বস্তিতে ছিল। কিছু পরীক্ষা করানো হয়েছে এবং সেগুলোর ফল ভালো এসেছে।' মেসিকে না খেলানো নিয়ে মার্তিনোর ভাষ্য, 'এক সপ্তাহে তিনটি ম্যাচ। সে নিজেও স্বস্তিতে ছিল না। আমরা তাই ভেবেছি যে আজ তাকে না খেলানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শনিবার (ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে) তাকে খেলাতে চাই। তবে ব্যাপারটা তার উন্নতির ওপর নির্ভর করবে।' বাংলাদেশ সময় রোববার ভোরে এমএলএসের ম্যাচে ডিসি ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে মায়ামি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**